পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ — ষষ্ঠ সংখ্যা

৩১শে মাহে আমান—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [৩১শে মার্চ্চ, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

এল্‌হামী দোয়া

[হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)]

(১)

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم - اللهم

صل على محمد وال محمد -

"মহান পবিত্র আল্লাহ্‌, সর্ব্ব-স্তুতিময়; মহান পবিত্র আল্লাহ্‌ অতিব শ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ্‌, তোমার বিশেষ অনুকম্পা মোহাম্মদ ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের প্রতি অবতীর্ণ কর।"

এই দোয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হয়। ইহার উপলক্ষ সম্বন্ধে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বলেন :—

"এক বার আমি অত্যন্ত পীড়িত হই। এমন কি, তিন বার আমার ওয়ারীশগণ আমার অন্তিম কাল উপস্থিত মনে করিয়া সুন্নত অনুযায়ী তিন বার সুরাহ্‌ ইয়াসীন আমার নিকট পাঠ করেন। যখন তৃতীয় বার সুরাহ্‌ ইয়াসীন শোনান হয়, তখন আমি দেখিতে পাই যে, আমার কোন কোন আত্মীয়—যাঁহারা এখন এ পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন—দেওয়ালের অন্তরালে অনর্গল কাঁদিতেছিলেন। আমার উদরে এক প্রকার তীব্র ব্যথা ছিল এবং বারম্বার অবিরত বাহ্যবেগ হইয়া রক্তপাত হইত। ১৬ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা ছিল। আমার পীড়া কালে এই রোগেই অন্য এক ব্যক্তি আক্রান্ত হয়। সে অষ্টম দিবসে ইহ-ধাম পরিত্যাগ করে। আমার পীড়ার ন্যায় তাহার পীড়া তত প্রচণ্ড ছিল না। পীড়ার ষোড়ষ দিবস সম্পূর্ণ নৈরাশ্য ব্যঞ্জক অবস্থা হওয়ায় আমাকে তৃতীয় বার সুরাহ্‌ ইয়াসীন শোনান হইল। সমস্ত আত্মীয়গণের মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কবরে আমার স্থান হইবে। তখন এরূপ হইল যে, খোদা-তা'লা বিপদাপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যেমন তাঁহার কোন কোন নবীকে দোয়া শিখাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমাকেও খোদাতা'লা এল্‌হাম দ্বারা এক দোয়া শিক্ষা দেন। সেই দোয়াটি এই :—

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم

صل على محمد وال محمد -

আমার মনে খোদাতা'লা এই এল্‌হাম করিলেন—"নদীর বালুকাময় জলে হস্ত রাখ এবং এই পবিত্র বাক্যগুলি পাঠ পূর্ব্বক বক্ষ, পৃষ্ঠ, উভয় হস্ত এবং মুখ মণ্ডল তদ্বারা মুছিতে থাক, ইহাতে তুমি আরোগ্য লাভ করিবে।" [১১৬ পৃঃ নিম্নে দ্রষ্টব্য

অমৃতবাণী

[হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)]

অনুবাদক—মোহাম্মদ আলী আনোয়ার

প্রথম পালা শত্রুদের, শেষ পালা খোদার নবীর

আবাহমান কাল হইতে অভিষিক্ত ও মনোনীত—বরগুজিদা ব্যক্তিগণের সহিত আল্লাহ্‌-তা'লার চিরাচরিত প্রথা এই যে, তাঁহাদিগকে বিপদাবলীর এই ভীষণ ঘূর্ণিবায়ুতে নিপতিত করা হয়। তাঁহারা অতল তলে নিক্ষিপ্ত হন নিমজ্জনের জন্য নয়—'ওয়াহদাৎ' বা একত্ববাদীতার অতল গর্ভ হইতে মুক্তা উত্তোলনের জন্য তাঁহারা নিক্ষিপ্ত হন। তাঁহারা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হন—দগ্ধ হওয়ার জন্য নয়, খোদা-তা'লার কুদরত, শক্তি ও মহিমা প্রকাশের জন্য। তাঁহাদের সহিত ঠাট্টা করা হয়। তাঁহারা সর্ব্বোপায়ে উৎপীড়িত হন এবং সব রকমে তাঁহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হয়। সন্দেহ ক্রমেই বাড়িতে থাকে। অনেকেই মনেও করিতে পারে না যে, তাঁহারা সত্যবাদী। যাহারা তাঁহাদিগকে কষ্ট দেয় এবং তাঁহাদিগকে অভিশাপ করে, তাহারা মনে মনে ভাবে যে, তাহারা বড়ই 'সাওয়াবের' কাজ করিতেছে।

এক কাল পর্য্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকে। সেই অভিষিক্ত, বরগুজিদা পুরুষ মানব স্বভাব সুলভ কোন সঙ্কোচ বোধ করিলে খোদা-তা'লা এই বলিয়া সান্ত্বনা দেন যে, "পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায় 'সবর' কর। আমি তোমার সঙ্গেই আছি। আমি শুনি, আমি দেখি।" তিনি ধৈর্য্য ধারণ করেন।

[১১৫ পৃঃ অবশিষ্টাংশ]

শিঘ্রই নদী হইতে বালুকাময় জল আনা হইল এবং আমাকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, আমি সেইরূপ করিতে লাগিলাম। তখন অবস্থা এরূপ ছিল যে, প্রত্যেক লোম-কূপ হইতে যেন অগ্নি নিঃসরণ হইতেছিল। সমস্ত দেহে ভীষণ ব্যথা ছিল। তখন অজ্ঞাত-সূত্রে মানসিক অবস্থার এরূপ গতি ছিল যে, মৃত্যু হইলেও ভাল—এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ হইবে। কিন্তু যখন সেইরূপ ক্রিয়া আরম্ভ করা হইল, আমি খোদার দিব্য করিয়া বলি—যাঁহার হস্ত আমার প্রাণ রহিয়াছে—প্রত্যেক বারই এই পবিত্র বাক্যগুলি পাঠ ও দেহে জল দ্বারা মুচ্ছিত করায় আমি অনুভব করিতে ছিলাম যে, সেই অগ্নি দেহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে এবং তৎ-পরিবর্ত্তে ঠাণ্ডা ও আরাম বোধ হইতেছে। পেয়ালার জল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আমি দেখিতে পাইলাম যে, আমার পীড়া সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। ১৬ দিন পর আমি রাত্রে সুস্থাবস্থায় নিদ্রা গেলাম। প্রত্যুষে এল্‌হাম হইল,

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاءتوا بشفاء من مثله

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা এই নিদর্শন সম্বন্ধে সন্দেহ কর, তবে যে আরোগ্য দান করিয়া আমি দেখাইয়াছি, তোমরা ইহার অনুরূপ কোন আরোগ্যের দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর।' ('তাজ্‌কেরা,' ৩১—৩২ পৃঃ)

(২)

رب ارنى كيف تحيى الموتى

"হে আমার রাব্ব, মৃতকে কিরূপে সঞ্জীবিত কর, আমাকে প্রদর্শন কর।"

মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ অব্দ। এই দোয়ার সফলতা সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলেন:—

"একবার আমার পুত্র মোবারক আহ্‌মদ এমন সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হয় যে, সকলেই বলিল, সে মরিয়া গিয়াছে। আমি উঠিয়া দোয়া করিতে করিতে তাহার উপর হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। তখন ছেলের শ্বাস আসা আরম্ভ হইল।

এতদ্ব্যতীত, এল্‌হাম এভাবেও পূর্ণ হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তালা এ পর্য্যন্ত আমার হস্তে সহস্র সহস্র আধ্যাত্মিক মৃত ব্যক্তি পূর্ণর্জ্জীবিত করিয়াছেন এবং আরো করিতেছেন।" (ঐ, ৪৫ পৃঃ)

পরিশেষে, নিয়তি চরমে পৌঁছে। তখন আল্লাহ্-তালার 'গয়রত' উদ্বোলিত হয় এবং ঐশী-জ্যোতির বিকীরণ একবার মাত্র হইয়া শত্রুদিগকে খণ্ড-বিখণ্ডে পরিণত করে। প্রথম পালা শত্রুদের, শেষ পালা হয় তাঁহার।

কিয়ামত পর্য্যন্ত জমাতে আহ্‌মদীয়া বিজয়ী থাকিবে

এক কাশ্‌ফে আমি দেখিয়াছি, আমার সম্মুখে এক ফেরেস্তা। সে বলিতেছে, লোকেরা ফিরিয়া যাইতেছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" সে আরবীতে উত্তর করিল, جئت من حضرت الوتر "আমি এক, একের নিকট হইতে আসিয়াছি।" আমি তাহাকে একটি নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইয়া বলিলাম, "লোকেরা ফিরিয়া যাইতেছে। তুমিও কি ফিরিয়াছ নাকি?" তখন সে বলিল, আমি ত আপনার সঙ্গেই আছি।" অতঃপর, সেই অবস্থা অতিক্রম করিল। কিন্তু এ সকলই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা।

পরিণামের জন্য নির্দ্ধারিত যাহা, তাহা এই যে বারম্বার 'এল্‌হাম' ও 'মোকাশাকাত' দ্বারা—যাহা সহস্রে সহস্রে উপনীত হইয়াছে এবং যাহা প্রভাকরের ন্যায় উজ্জ্বল—খোদা-তালা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি আমাকে বিজয় প্রদান করিবেন এবং আমার জমাত কেয়ামত পর্য্যন্ত শত্রুদের উপর প্রবল থাকিবে। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি শক্তিশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা আমার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল এল্‌হাম লিখিবার কারণ, এখনই কেহ তাহাদিগকে গ্রহণের জন্য নহে—বরং লিখিবার কারণ এই যে, সকল বিষয়েরই সময় ও মৌসুম থাকে।

সুতরাং, যখন এই সকল এল্‌হাম আত্ম-প্রকাশের সময় আসিবে, তখন এই লিখা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হৃদয় সমূহে অধিকতর ইমান, সান্ত্বনা ও একীন উৎপন্ন করিবে। ('আল্-হাকাম' ৬ই মার্চ্চ ১৮৯৮)

মুক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে

হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, 'ফজল (বিশেষ ঐশী অনুকম্পা) না হইলে 'নাজাত' বা মুক্তি লাভ হইত না। সেইরূপ, হাদিস হইতে জানা যায় যে, হজরত আয়েশা রাজি-আল্লাহু-আন্‌হা আঁ-হজরতকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হজরত, আপনার সম্বন্ধেও কি তাই?" আঁ-হজরত (সাঃ) তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "হাঁ।"

মূর্খ, নির্ব্বোধ খৃষ্টানেরা অজ্ঞতা ও বুঝিতে না পারা বশতঃ আপত্তি উত্থাপণ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা বুঝে না যে, ইহা তাঁহার পূর্ণতম 'ওবুদিয়ত'—ভক্তি জ্ঞাপন ছিল, যাহা খোদাতা'লার 'রবুবিয়ত,' তাঁহার প্রতিপালন বাচক গুণকে আকর্ষণ করিতেছিল।

আমি নিজে অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখিয়াছি—বহু বার পরীক্ষা করিয়াছি বরং সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, যখন বিনয়াবনতা ও ভক্তি ও চরমে পৌঁছে—আমাদের আত্মা সেই 'ওবুদিয়ত' স্রোতে ভাসমান হয় এবং পরম দাতা ও দয়ালুর দ্বারে পৌঁছে, তখন জ্যোতিঃ উপর হইতে আসে এবং মনে হয় যেন এক নলের মধ্য দিয়া জল অন্য নলে পৌঁছিতেছে।

সুতরাং, আঁ-হজরতের অবস্থা যতই, কোন কোন স্থানে, বিনয়, দীনহীনতা ও ভক্তিতে চরমে পৌঁছিয়াছে বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে মনে হয় যে, ততই তাহা রুহুল কুদ্দুসের সাহায্য ও জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত। আমাদের নবী করীমের (সাঃ) জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার জ্যোতিঃ ও 'বরকত' এত ব্যাপক যে, কেয়ামত পর্য্যন্ত এই আদর্শ ও ছায়া পরিদৃষ্ট হয়। ('আল্-হাকাম', ৫ম বর্ষ, ২৮ সংখ্যা)।

ক্রোস বিধ্বস্তকারীর আগমন

হাদিশ শরীফ সমূহে মসিহ্ মাউদের নাম খোদাতা'লা নবী করীমের (সাঃ) দ্বারা "কাসেরুস্-সলীব" বা ক্রোস-ধ্বংসকারী রাখিয়াছেন। কারণ, ইহা সত্য যে, প্রত্যেক মোজাদ্দেদ উপস্থিত বিপ্লব দমন করিবার জন্য অসেন। এখন খোদা-তা'লার উদ্দেশ্যে একটু ভাব। দেখ না, যে ক্রোস-মুক্তিবাদের সমর্থনে লেখনি ও কথা দ্বারা যে কাজ করা হইয়াছে—ভূ-পৃষ্ঠে যত ইতিহাস বিদ্যমান আছে, তাহাতে কোন অলীক মতবাদের সমর্থনে এইরূপ উৎসাহ কোন যুগে পরিলক্ষিত হয় না।

ক্রোস-বিপ্লবাদের সাধকগণের লেখা চরমে পৌঁছার পর, যখন তৌহীদ ও নবী করীমের (সাঃ) জিতেন্দ্রিয়তা, সম্মান ও সত্যতা এবং কেতাবুল্লাহ্, খোদা-তা'লার তরফ হইতে হওয়া সম্বন্ধে অত্যাচার ও জোরের সহিত আক্রমণ করা হইয়াছে—তখন খোদা-তা'লার 'গয়রতও' কি এই 'তাকিদ' করিবে না যে, সেই ক্রোস-ধ্বংসকারীকে, আবির্ভূত করেন?

খোদাতা'লা কি তাঁহার ওয়াদা

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

("আমিই এই উপদেশ-বাণী অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই ইহা সংরক্ষা করিব") ভুলিয়া গিয়াছেন ?

স্মরণ রাখিবে, খোদা-তা'লার ওয়াদা নিশ্চয় সত্য। তিনি পৃথিবীতে এক জন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছেন। পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদা-তা'লা তাঁহাকে অবশ্যই গ্রহণ করিবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি, আমি খোদা-তালার ওয়াদা অনুযায়ী মসিহ্‌ মাউদ হইয়া আসিয়াছি। ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর। ইচ্ছা হয়, অস্বীকার কর। কিন্তু তোমাদের অস্বীকার করায় কিছুই হইবে না। খোদা-তা'লা যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা হইবেই হইবে। ('আল্‌-হাকাম' ৫ম খণ্ড, ২৮ সংখ্যা)

প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য সাধনে ব্রতী হও

আল্লাহ্‌-তা'লা নেক বান্দা ব্যতীত কাহারো পরওয়া করেন না। পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও সৌহৃদ্য উৎপন্ন কর। হিংস্রতা ও বিরোধ ছাড়িয়া দেও। সর্ব্ব-প্রকার হাস্য বিদ্রূপ সর্ব্বোতভাবে পরিহার কর। কারণ, ঠাট্টা মানব হৃদয়কে সত্য হইতে দূরে নিক্ষেপ করতঃ কোথা হইতে কোথায় উপনীত করে। পরস্পর সম্মান সূচক ব্যবহার করিবে। প্রত্যেকেই অপর ভ্রাতার সুখ-সাচ্ছন্দ্য স্বীয় আরামাপেক্ষা অগ্রগণ্য রাখিবে। আল্লাহ্‌-তা'লার সহিত সত্যিকার সন্ধি স্থাপন কর। আল্লাহ্‌-তা'লার 'গজব', তাঁহার কোপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে। তাহা হইতে সেই মাত্র রক্ষা পায়, যে সর্ব্বোতভাবে সকল গোনাহ্‌ হইতে 'তাওবা' করিয়া তাঁহার হুজুরে আগমন করে।

তোমরা স্মরণ রাখ, যদি আল্লাহ্‌-তা'লার আদেশ পালনে তোমরা ব্রতী হও এবং তাঁহার ধর্ম্মের সাহায্য কল্পে আত্মনিয়োগ কর, তবে খোদা সমস্ত বাধা দূরীভূত করিবেন —তোমরা জয়ী হইবে। তোমরা কি দেখ নাই, চাষী উত্তম চারাগুলির জন্য ক্ষেত্র হইতে অ-গাছাগুলি উত্তোলন করিয়া ফেলিয়া দেয় এবং তাহার ভূমি মনোহর তরু ও ফলপ্রসূ পল্লব সমূহ দ্বারা সুশোভিত করে এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে। কিন্তু, যে বৃক্ষ, যে পল্লব ফল দেয় না, যাহা পঁচিতে ও শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়—মালীক তাহাদের কোন পরওয়া করে না। কোন জন্তু আসিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলে, কিম্বা কোন কাঠুরিয়া তাহাদিগকে কাটিয়া জ্বালানী কাষ্ঠে পরিণত ও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না।

সেইরূপ, তোমরাও স্মরণ রাখিবে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌-তা'লার হুজুরে সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ হও, তবে কাহারো বিরুদ্ধবাদীতা তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যদি তোমরা তোমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন না কর এবং আল্লাহ্‌-তা'লার সহিত আজ্ঞানুবর্ত্তীতার সত্য সত্য অঙ্গীকার না কর, তবে আল্লাহ্‌-তা'লা কাহারো পরওয়া করিবেন না।

সহস্র সহস্র ভেড়া, ছাগল প্রত্যেহ জবেহ্‌ হয়। কেহ তাহাদের প্রতি দয়া করে না। কিন্তু কোন মানুষ মারা গেলে কত তদন্ত হয়।

সুতরা, যদি তোমরা তোমাদিগকে হিংস্র জন্তুগুলির ন্যায় বেকার ও দায়িত্বহীনরূপে পরিণত কর, তবে তোমাদেরও সেই অবস্থাই হইবে।

তোমাদের উচিত, তোমরা খোদার প্রিয়জনে পরিণত হও, যেন কোন মহামারী, কোন আপদ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে সাহসী না হয়। কারণ, কোন কথা খোদা-তা'লার অনুমতি ছাড়া পৃথিবীতে সংঘটিত হয় না। পরস্পরের মধ্যে সকল ঝগড়া, উত্তেজনা ও শত্রুতা দূরীভূত কর। এখন সময় আসিয়াছে—তোমরা ছোট ছোট বিষয় উপেক্ষা করিয়া অত্যাবশকীয় ও প্রধান প্রধান কাজে আত্ম-নিয়োগ কর।"
('আল্‌-হাকাম', ২০ ও ২৭শে মে, ১৮৯৮ খৃঃ অব্দ)

আমি কেন ইস্‌লামে বিশ্বাস করি ?*

[বোম্বে হইতে হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল
মসিহ্‌ সানীর (আইঃ) ১৯শে ফেব্রুয়ারীর ব্রোডকাষ্ট বক্তৃতা]

"কেন আমি ইসলামে বিশ্বাস করি" তাহা বর্ণনা করিতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই প্রশ্ন আমি আমার বিবেককে জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাই—যে কারণে আমি অন্য কোন বস্তুতে বিশ্বাস করি, সেই কারণেই আমি ইসলামেও বিশ্বাস করি—অর্থাৎ যেহেতু ইহা সত্য। অধিকতর বিস্তৃত ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর এই—আমার মতে সকল ধর্ম্মের কেন্দ্রীয় বিষয় হইল খোদার অস্তিত্ব এবং তাঁহার সহিত মানবের সম্পর্ক। সুতরাং, যে ধর্ম্ম খোদা ও মানবের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হয়—সেই ধর্ম্মই সত্য এবং ধর্ম্ম বিশেষের সত্যতাই সেই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বটে।

ইসলামের দাবী, এই বিশ্বের স্রষ্টা—একজন জীবন্ত খোদা আছেন। তিনি নিজকে তাঁহার সৃষ্ট জীবের নিকট এযুগেও ঠিক সেই ভাবেই প্রকাশিত করেন, যেভাবে তিনি অতীত যুগে আপনাকে প্রকাশ করিতেন। ইসলামের এই দাবীর সত্যতা দুই ভাবে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। হয়তঃ, খোদাতা'লা তাঁহার নিদর্শন কোন সত্যানুসন্ধিৎসুর নিকট সাক্ষাৎ ভাবে প্রকাশিত করেন, কিম্বা যে ব্যক্তির নিকট খোদাতা'লা নিজকে প্রকাশিত করিয়াছেন—সেই ব্যক্তির জীবনী পাঠ করিয়া আমরা খোদাতালার উপর বিশ্বাস আনয়ন করিতে পারি। খোদাতালার অনুগ্রহে আমিও সেই ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম—যাঁহাদের নিকট খোদাতা'লা নিজকে বহুবার এবং অলৌকিক ভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন। অতএব, আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা ছাড়া ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করিবার জন্য আমার আর কোন প্রমাণের আবশ্যক নাই।

যাহাহউক, যে সকল লোক এরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন নাই, তাঁহাদের হিতার্থে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া অপর যে কারণ সমূহ আমার ইসলামে বিশ্বাস করিবার হেতু হইয়াছে—তাহাও বর্ণনা করিব।

প্রথম কারণ :—আমার ইসলামে বিশ্বাস করিবার প্রথম কারণ এই যে, ইসলাম আমাকে ধর্ম্মের যাবতীয় বিষয়ে কেবল কর্ত্তৃত্ব বলে ইমান আনিতে বাধ্য করে না, বরং ইহা স্বীয় মতের সাপক্ষে হৃদয়-গ্রাহী যুক্তি প্রমাণ পেশ করে। খোদার অস্তিত্ব ও তাঁহার গুণাবলী, স্বর্গীয় দূত, প্রার্থনা ও তাহার প্রভাব, স্বর্গীয় সিদ্ধান্ত ও তাহার কার্য্য-ক্ষেত্র, উপাসনা ও তাহার প্রয়োজন, স্বর্গীয় বিধান ও তাহার উপকারিতা, স্বর্গীয় বাণী ও তাহার গুরুত্ব, পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পরকালীন জীবন, স্বর্গ ও নরক ইত্যাদি সকল বিষয় সম্পর্কেই ইসলাম সবিস্তার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে এবং ইহাদের সত্যতা প্রবল যুক্তি প্রমাণ সহ পেশ করতঃ মানব-চিত্তকে হৃষ্ট করিয়াছে। সুতরাং, ইসলাম যে আমাকে কেবল ধর্ম্ম-মতই সরবরাহ করিয়াছে তাহা নহে, বরং আমাকে নিশ্চিত জ্ঞান দান করতঃ আমার বিবেককে সন্তোষ্ট করিয়াছে এবং তাহাকে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ :—ইসলামে বিশ্বাস করিবার আমার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইসলাম যে কেবল অতীতের মানব অভিজ্ঞতার উপর স্বীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে তাহা নহে, বরং ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইহার শিক্ষা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে আহ্বান করে। ইসলামের দাবী এই যে, প্রত্যেক সত্যই কোন না কোনরূপে এই পৃথিবীতেই পরীক্ষিত হইতে পারে। এইরূপে ইসলাম আমার বিবেকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে।

তৃতীয় কারণ :—আমার ইসলামে বিশ্বাস করিবার তৃতীয় কারণ—ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, খোদার বাণী ও খোদার কর্ম্মে কোন বিগ্রহ বা দ্বন্দ্ব হইতে পারে না। এই শিক্ষা দ্বারা ইসলাম বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের তথাকথিত কলহ নিষ্পত্তি করে। ইসলাম আমাকে প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহ উপেক্ষা করিয়া তদ্বিপরীত বিষয়ে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেয় না। পক্ষান্তরে, ইসলাম আমাকে প্রাকৃতিক নিয়ম-সমূহ পাঠ করিতে এবং তাহা হইতে কল্যাণ লাভ করিতে উপদেশ দেয়। ইসলাম আমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, ঐশী-বাণী যেহেতু খোদা হইতেই আসে এবং খোদাই যেহেতু এই বিশ্বের স্রষ্টা, অতএব তাঁহার কর্ম্ম ও বাক্যে কোন দ্বন্দ্ব ঘটিতে পারে না। তাই, ইসলাম আমাকে খোদার বাণী উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার কর্ম্ম পাঠ করিতে এবং

* কাদিয়ান হইতে 'আহ্‌মদী' সম্পাদক সাহেব কর্ত্তৃক অনুদিত ও প্রেরিত।

তাঁহার কর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার বাণী পাঠ করিতে উপদেশ দেয়। ইসলাম এইরূপে আমার জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তি করে।

চতুর্থ কারণ :—ইসলামে বিশ্বাস করিবার আমার চতুর্থ কারণ এই যে, ইসলাম আমার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা-সমূহ বিনাশ করিতে প্রয়াস না পাইয়া বরং তাহাদিগকে সৎ-পথে পরিচালিত করে। ইহা আমার প্রবৃত্তি সমূহকে সমূলে ধ্বংস করতঃ আমাকে প্রস্তরে পরিণত করে না। পক্ষান্তরে, ইহা আমার প্রবৃত্তি সমূহকে অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল রাখিয়া আমাকে পশুতেও পরিণত করে না, বরং একজন সুদক্ষ জল-সরবরাহকারী ইঞ্জিনিয়ার যেমন অসংযত জলকে সংযত করিয়া তাহা জল সরবরাহকারী খালে পরিচালিত করতঃ তদ্বারা অনুর্ব্বর ভূমিকে উর্ব্বর করেন, তেমনি ইসলাম আমার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা-সমূহকে সুসংযত ও সুপরিচালিত করিয়া তাহাদিগকে উচ্চ নৈতিক গুণে পরিণত করে। ইসলাম একথা বলে না যে, খোদা তোমাকে প্রেমিক হৃদয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু তোমাকে জীবন সঙ্গিনী গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, কিম্বা তিনি তোমাকে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন বটে, কিন্তু সুখাদ্য ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন। তদ্বিপরীত, ইসলাম আমাকে পবিত্র ও বিহিতরূপে প্রেম করিতে বলে, যেন তাহার ফলে আমার সন্তান-সন্ততির সাহায্যে আমার যাবতীয় সৎ-বৃত্তিসমূহ চিরকাল স্থায়ী থাকে। ইহা আমাকে সুখাদ্য খাইতে অনুমতি দেয়—কিন্তু পরিমিতরূপে, যেন এরূপ না হয় যে, আমি পেট ভরিয়া খাই, এবং আমার প্রতিবেশীরা অনাহারে থাকে। এইরূপে, আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমূহকে উচ্চ নৈতিক গুণে পরিণত করিয়া ইহা আমার মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন করে।

পঞ্চম কারণ :—আমার ইসলামে বিশ্বাস করিবার পঞ্চম কারণ, এই যে, ইহা শুধু আমার সঙ্গেই ন্যায় ও প্রেম-সঙ্গত ব্যবহার করে নাই, বরং সমস্ত জগতের সহিতই তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছে। ইহা আমাকে কেবল আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য সমূহই সম্পাদন করিতে বলে না, বরং অন্যান্য সকল ব্যক্তি ও বস্তুর সহিতই সদ্ব্যবহার করিতে অনুপ্রাণিত করে। তদুদ্দেশ্যে ইহা আমাকে প্রয়োজনীয় নীতি শিক্ষা দিয়াছে।

দৃষ্টান্তস্থলে, ইহা পিতামাতার অধিকার এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা সন্তানকে পিতামাতার সহিত বাধ্যবাদীতা ও নম্রতার সহিত ব্যবহার করিতে উপদেশ দেয়। ইহা পিতামাতাকে সন্তানের ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছে। ইহা পিতামাতাকে সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার সহিত ব্যবহার করিতে উপদেশ দেয় ; এবং সন্তানের উত্তম প্রতিপালন, তাহার সুশিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ভার পিতামাতার প্রতি ন্যস্ত করে। তদ্ব্যতীত, ইসলাম সন্তানকে পিতামাতার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও নির্দ্ধারিত করিয়াছে।

তদ্রূপ, ইহা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহিত অতি উত্তম ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছে এবং উভয়কে পরস্পরের প্রয়োজন ও অভিলাষের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিতে এবং পরস্পরের সহিত প্রেম-সঙ্গত ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছে।

এই বিষয়টি ইসলামের পবিত্র প্রবর্ত্তক কর্ত্তৃক অতি উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত দিবসে অসদ্ব্যবহার করে এবং রাত্রিকালে তাহাকে ভালবাসে, সে মানব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য করে।" তিনি আরো বলেন—"তোমাদের মধ্যে সেই সর্ব্বোত্তম, যে তাহার স্ত্রীর সহিত সর্ব্বোত্তম ব্যবহার করে।" পুনঃ বলেন—"স্ত্রীলোক কাচ-স্বরূপ। অতি সহজে ভঙ্গুর। অতএব, কোন কাচ-নির্ম্মিত বস্তু ব্যবহার করিবার সময় যেমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, ঠিক তদ্রূপই সতর্ক ও নম্রভাবে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত ব্যবহার করিবে।

ইসলাম বালিকাদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ জোর দিয়াছে। পবিত্র নবী (সাঃ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে কন্যা প্রতিপালন করে এবং তাহাকে সুশিক্ষা দান করে, সে স্বর্গ ক্রয় করে।" ইসলাম কন্যাকে পুত্রের সহিত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, ইসলাম শাসক ও শাসিতের পারস্পারিক ব্যবহারের অতি ন্যায় সঙ্গত নীতি শিক্ষা দান করিয়াছে। ইহা শাসককে বলে যে, তাহার প্রতি অর্পিত ক্ষমতা তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, বরং তাহা তাহার নিকট এক 'আমানত' বা গচ্ছিত ধন স্বরূপ। তাহাকে তাহার দায়িত্ব যথাশক্তি সাধু ও সৎ লোকের ন্যায় প্রতিপালন করিতে হইবে এবং জন সাধারণের সহিত পরামর্শ করিয়া শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, শাসিতকে বলে, শাসক-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা তোমাদের প্রতি এক ঐশী দান স্বরূপ অর্পিত হইয়াছে। অতএব, তোমরা এমন ব্যক্তির হস্তেই শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিতে যত্নবান হইবে—

যিনি ইহার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং কাহাকেও এই শাসন-ক্ষমতা অর্পনের পর তাঁহার সহিত পূর্ণ সহযোগ করিবে এবং তাঁহার বিদ্রোহাচরণ করিবে না। কেননা, যদি বিদ্রোহাচরণ কর —তবে স্বয়ং যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছ স্বহস্তেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।

ইসলাম প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কও নির্দ্ধারিত করিয়াছে। মনিবকে বলে—মজুরকে তাহার প্রাপ্য তাহার দেহের ঘর্ম্ম শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই প্রদান করিবে। যাহারা তোমাদের কাজ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না। কারণ, তাহারা তোমাদের ভাই এবং খোদাতা'লা তাহাদের ভরণ-পোষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তাহারা তোমাদের ঐশ্বর্য্যের রক্ষক ও সহায়। সুতরাং, তোমরা এত মূর্খ হইও না যে, তোমাদের স্বীয় সহায় ও সম্বলকে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইবে। ইস্‌লাম মজুরকে বলে—তোমরা যখন কাহারো কোন কার্য্য করিতে নিযুক্ত হও, তখন সততা, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তোমাদের দায়িত্ব প্রতিপালন করিবে।

ইসলাম সুস্থ ও সবল ব্যক্তিগণকে বলে, যেন তাহারা দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের প্রতি অত্যাচার না করে বা কাহারো দৈহিক ত্রুটি বা খুঁত দেখিয়া তাহাকে ঘৃণা না করে। কেননা, এরূপ লোককে দেখিয়া ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া বরং দয়ার উদ্রেক হওয়া উচিত।

ইসলাম ধনী ব্যক্তিগণকে বলে—দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত। তোমাদের সঞ্চিত ধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ প্রতি বৎসর লোকের দারিদ্র্য ও দুঃখ মোচন এবং যাহাদের উন্নতি করিবার কোন উপায় নাই, তাহাদের উন্নতির উপায় করিয়া দিবার জন্য পৃথক করিয়া দিতে হইবে। ইসলাম ধনী লোকদিগকে আরো বলে, যেন তাহারা দরিদ্রদিগকে সুদে ধার দিয়া তাহাদের অক্ষমতা আরো বৃদ্ধি না করে এবং বিনা সর্ত্তে দান করিয়া ও বিনা সুদে ধার দিয়া যেন দরিদ্রকে সাহায্য করে। এই শিক্ষা দ্বারা ইসলাম এই নির্দ্দেশ করে যে, খোদা কাহাকেও যে ধন প্রদান করেন—তাহা বিলাসিতা ও অমিতাচারের জীবন যাপন করিবার জন্য নয়, বরং সর্ব্ব মানব জাতির উন্নতিকল্পে তাহা ব্যবহার করতঃ ইহ-পর-কালের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভের জন্য প্রদান করা হয়।

পক্ষান্তরে, ইসলাম দরিদ্র লোকগণকে শিক্ষা দেয়, যেন তাহারা অপরের ধন সম্পত্তির প্রতি হিংসা বা লোভের দৃষ্টিতে না দেখে। কেননা হিংসা ও লোভ ক্রমশঃ মানব আত্মা কলুষিত করে এবং তাহার সদ্‌বৃত্তিগুলিকে বিকাশ পাইতে দেয় না। সুতরাং, ইসলাম দরিদ্র লোকগণকে ঈশ্বর প্রদত্ত সদ্‌বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করিতে যত্নবান হইতে উপদেশ দেয়, যেন তাহারা কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে। ইসলাম গবর্ণমেণ্টকে সমাজের দরিদ্র লোকদের ঈদৃশ উন্নতি সাধনের সুবিধা করিবার এবং ধন ও ক্ষমতা কতিপয় হস্তে সঞ্চিত হইতে না দেওয়ার জন্য উপদেশ দেয়।

যাহারা গৌরবজনক চেষ্টার ফলে সমাজে সম্ভ্রান্ত ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের বংশধরগণকে ইসলাম স্মরণ করাইয়া দেয় যে, তাহাদের নিজেদের গৌরবান্বিত প্রচেষ্টা দ্বারা তাহাদের পিতৃ-পুরুষদের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা রক্ষা করা তাহাদের কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, ইহা তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়, যেন তাহারা সমাজের সেই সকল লোকদিগকে ঘৃণার চক্ষে না দেখে, যাহারা তাহাদের ন্যায় আশীষ প্রাপ্ত বা সৌভাগ্য মণ্ডিত নহে। কারণ, খোদা সকল মানব জাতিকে সমান করিয়াছেন। ইসলাম তাহাদিগকে ইহা স্মরণ করিয়া দেয় যে, যে খোদা তাহাদিগকে এই সকল মান-মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন, তিনি অপর লোকদিগকে তদপেক্ষা অধিকতর মান-মর্য্যাদা প্রদান করিতে পারেন। ইহা আরো স্মরণ করিয়া দেয় যে, যদি তাহারা আপন মর্য্যাদার অপব্যবহার করতঃ অপেক্ষাকৃত হীন মর্য্যাদার লোকদের প্রতি অপব্যবহার করে, তবে তাহারা ভবিষ্যতে সেই লোকগণ কর্ত্তৃক নিজেদের প্রতি অপব্যবহারের ভিত্তি স্থাপন করে। সুতরাং, তাহাদের নিজেদের মহত্ব বা মর্য্যাদার ঘোষণায় গর্ব্ব করা উচিত নয়, বরং অপরকে বড় করিতে সাহায্য করিয়া গর্ব্ব অনুভব করা উচিত। কেননা, প্রকৃত মহত্বের অধিকারী তিনিই, যিনি পতিত ভ্রাতাগণকে মহৎ করিতে প্রয়াস পান।

ইসলামের শিক্ষা এই যে, কোন জাতি অপর জাতির অধিকারে এবং কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের অধিকারে আক্রমণ করিবে না, বরং সকল জাতি ও রাষ্ট্র মানব জাতির হিতার্থে পরস্পর সহযোগিতা করিবে। ইহা কতিপয় জাতি, রাষ্ট্র বা ব্যক্তিকে একতাবদ্ধ হইয়া অপর জাতি, রাষ্ট্র বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে নিষেধ করে। পক্ষান্তরে, ইহা এই শিক্ষা দেয় যে, জাতি, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগণ পরস্পরকে অত্যাচারমূলক কার্য্য হইতে—বিরত রাখিতে এবং পতিত জাতি, রাষ্ট্র বা ব্যক্তিগণের উন্নতিকল্পে পরস্পরের সহযোগিতা করিতে—অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়া উচিত।

সংক্ষেপে, আমি দেখিতে পাই যে, ইসলাম আমার জন্য এবং ইহার নির্দ্দেশিত পন্থা অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক সকল লোকগণের জন্য—তাহারা যে কেহই হউক না কেন, যে কোন অবস্থার লোকই হউক না কেন, বা যে কোন দেশের অধিবাসী হউক না কেন—শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করিয়াছে। আমি আমার নিজকে যে কোন অবস্থায়ই স্থাপন করিয়া দেখিতে পাই—ইসলাম আমার জন্য, আমার পরিজনের জন্য, আমার প্রতিবেশিগণের জন্য, আমার পরিচিত ও অপরিজ্ঞাত লোকগণের জন্য, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য, বৃদ্ধ ও যুবকের জন্য, প্রভু-ভৃত্যের জন্য, ধনী-দরিদ্রের জন্য, বড় জাতি ও ছোট জাতির জন্য, আন্তর্জাতীয়তা-বাদী ও জাতীয়তা-বাদী—সকলের জন্য সর্ব্বাবস্থায়ই সমপরিমাণে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর। অধিকন্তু, ইহা আমার ও আমার স্রষ্টার মধ্যে এক দৃঢ় ও সুনিশ্চিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। তাই, আমি ইহাতে বিশ্বাস করি। কেমন করিয়া আমি ইহা ছাড়িয়া, ইহার পরিবর্ত্তে, অপর কিছু গ্রহণ করিতে পারি ?

আধ্যাত্মিক উন্নতি

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ সানী (আইঃ) কর্ত্তৃক তদীয় খেলাফতের প্রথম বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ১৯১৪ সনের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—মোহাম্মদ আলী আনোয়ার

আল্লাহ্‌-তা'লা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাতটি মার্গ 'মাদারেজ বা স্তর রাখিয়াছেন। এই সকল স্তরে পার্থক্য ও ত্রুটী মানবের অভ্যাস বশতঃ ঘটিয়া থাকে।

কোরান শরীফে আল্লাহ-তা'লা বলেন,

لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون -

—"তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের নিকটবর্ত্তী হইবে না।" 'নেশা' অর্থ শুধু মদ্যের নেশাই নয়। মদ্য তখনও 'হারাম' হইয়াছিল। এখনো ইহা হারাম। অতএব, যখন ইহা পান করাই নিষিদ্ধ, তখন এই আদেশের অর্থ কি যে, মদ্য পান করিয়া কেহও মসজিদে যাইবে না?

অবশ্য, মদ্যপায়ীর জন্যও এই আদেশ রহিয়াছে যে, তাহারা মদ্য পান করিলে আল্লাহ্‌র মসজিদে প্রবেশ করিবে না। ইহা কোন পিতা কোন অপদার্থ ছেলেকে একথা বলার ন্যায় যে, সে অমুক কুঅভ্যাস পরিত্যাগ না করিলে—সে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সেইরূপ, খোদাতা'লা বলিয়াছেন যে, মদ্যপায়ী যেন তাঁহার মসজিদে নামাজ পড়িতে না আসে।

ইহার আরো অর্থ আছে। নেশা-গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন জানে না যে, সে কি করিতেছে, বা কি পড়িতেছে, খোদাতা'লা বলেন, সেইরূপ তোমরা **অভ্যাস স্বরূপ বা মাতালের ন্যায়** নামাজ পড়িবে না। তোমাদের নামাজ অন্যান্যের দেখা-দেখি অপরের অনুকরণ স্বরূপ যেন না হয়। তোমরা হুস ও জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়া নামাজ পড়িবে।

বস্তুতঃ, অভ্যাস ও অনুকরণ স্বরূপ কোন কাজ করা—যাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই—তাহাও বস্তুতঃ سكر বা 'মাতলামী' মাত্র। سكر শব্দের প্রকৃত অর্থ ত 'মদ্যের নেশা', কিন্তু খোদাতা'লার কালামে অনেক অর্থ নিহিত থাকে।

সুতরাং, এক দিকে এই আয়েতে বলা হইয়াছে যে, মদ্যপায়ী যেন নামাজের কাছেও না যায় এবং অন্যদিকে বলা হইয়াছে যে, অভ্যাস স্বরূপ—প্রকৃত উদ্দেশ্য কি না জানিয়া নামাজ পড়িতে নাই। কারণ, একজন মদ্যপায়ী যেমন জানে না যে, সে দুর্গন্ধ-পুতিময় নর্দ্দমায়ই পড়িয়া রহিয়াছে, না সুসজ্জিত শয্যার উপর সে বসিয়া রহিয়াছে—সেইরূপ যাহারা অভ্যাস বশতঃ নামাজ পড়ে, তাহারা জানে না যে, তাহারা কি কোন মহামহিম দরবারে উপস্থিত, না কোন জঙ্গলে বিচরণ করিতেছে। এজন্য এইরূপ নামাজ পড়া খোদা-তা'লা নিষেধ করিয়াছেন।

এখন আমি বলিতেছি যে, কোরান শরীফ কিরূপে আধ্যাত্মিক সপ্ত স্তর বর্ণনা করিয়াছে। এই সকল স্তর বর্ণনা দ্বারা বলা হইয়াছে যে, কিরূপে মানুষ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবনতির অতল তলে নিমজ্জিত হয় এবং কিরূপে ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কেবলই উর্দ্ধমুখী উন্নতি করে এবং যতই কেহ তাহা বুঝিতে পারে, ততই অধিক উত্তম ফল সে প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমেই কর্ম্ম-ফল লাভ করিতে পারে।

আধ্যাত্মিকতার প্রথম স্তর

মানবের প্রথম আধ্যাত্মিক অবস্থা **প্রস্তর স্বরূপ** থাকে। ইহা সব চেয়ে খারাপ অবস্থা। এমন লোকদের ভাল মন্দ, তারতম্য বোধ থাকে না। তাহাদের সম্মুখে যতই কেহ চীৎকার করে না কেন, তাহাদের কিছুই বোধ হয় না। কারণ, উন্নতি করিবার শক্তি তাহাদের থাকে না। এমন ব্যক্তিগণ স্বপ্ন ও এলহাম লাভ করে না। তাহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আয়েতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে :—

ثم قست قلوبكم من بعد ذالك فهى كالحجارة او اشد قسوة - وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار - وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء - وان منها لما يهبط من خشية الله - وما الله بغافل عما تعملون *

—অর্থাৎ, "এই সকল মানব এমন বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে,

তাহারা প্রস্তর স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। উন্নতি করিবার মত শক্তি তাহাদের লোপ পাইয়াছে। ভূমিতে একটি ক্ষুদ্র বীজ পতিত হইলেও—তাহাতে জল দিলে—বর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষাকার ধারণ করে। কিন্তু কোন প্রস্তর নিয়া শত চেষ্টা করিলেও তাহার কোনই ফল হয় না। মানবের আধ্যাত্মিকতার সর্ব্ব-নিম্ন অবস্থা এই যে, তাহাতে জ্ঞান ও বোধ শক্তি থাকে না। (২ : ৭৫)

ইস্‌লাম মানব মধ্যে এমন **জ্ঞান ও অনুভূতি** এহসাস উৎপন্ন করিতে চায় যে, সে যে কাজই করে—তাহাতে তাহার জানা থাকা চাই যে, সে কি করিতেছে। কিন্তু আমি বলিতেছি, এই অবস্থায় পতিত মানব কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহাদের কোন বোধ শক্তি থাকে না। সাময়িক ঘটনাবলী যে ভাবে উল্টা পাল্টা খায়, তাহাদেরও সেইরূপই অবস্থা। যখন ক্ষুধা হয়, পেটে কিছু দেয়, যখন নিদ্রা আসে শুইয়া পড়ে, কামোদ্রেক হইলে কামবৃত্তি চরিতার্থ করে। এই জন্য তাহারা খোদা-তা'লার হুজুরে কোন পুরস্কার, কোন 'এনাম' লাভের যোগ্য হয় না।

আধ্যাত্মিকতার দ্বিতীয় স্তর

ইহার চেয়ে উপরের অবস্থা উদ্ভিদ তুল্য। প্রকৃত পক্ষে, মানব-দেহে সকল পদার্থই আছে। কোন কোন অংশ খনিজ, কোন কোন অংশ উদ্ভিজ্জ এবং কোন কোন অংশ প্রাণীজ।

মানবের সঠিক খাদ্য এই ত্রিবিধ দ্রব্যের সংমিশ্রণ বটে। খাদ্য দ্বারাই দেহ গঠিত হয় বলিয়া মানবের কর্ম্ম-জীবনেও ইহাদের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

কোন কোন সময়, আধ্যাত্মিক ভাব সমূহ জৈব-ভাবের অধীন হইয়া পড়ে এবং মানুষ পশুর মত হইয়া যায়। কোন কোন সময় জৈব-শক্তি উদ্ভিজ্জ-শক্তির অধীন হইয়া পড়ে। মানুষ তাহাতে আরো অধঃপাতিত হয়। কোন কোন সময় প্রস্তর-খনিজ ভাব প্রাধান্য লাভ করে। মানুষ তাহাতে প্রস্তর-ভাব প্রদর্শন করে এবং কঠিন প্রাণ হইয়া পড়ে। প্রস্তরকে যেমন কেহ যে দিকে ইচ্ছা নিক্ষেপ করে, সেইরূপ জাগতিক ঘটনাবলী তাহাকে সর্ব্বদা নাড়ে। এরূপ মানুষের কোন কিছুরই ঠিকানা নাই।

সেইরূপ, যখন মানুষ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, এবং সে প্রস্তরবৎ অবস্থা পরিত্যাগ করে, তখন তাহার মধ্যে উদ্ভিদ স্বরূপ এক প্রকার পরিবর্দ্ধন শক্তি জন্মে।

সুতরাং, এক ত সেই মানব, যাহার অবস্থা প্রস্তর তুল্য। তাহার কোন চেতনা, অনুভূতি থাকে না। অপর মানব উদ্ভিদ স্বরূপ। তাহার কিঞ্চিৎ বোধ-শক্তি ও অনুভূতি থাকে।

অধুনা মহা অভিজ্ঞতার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। পশু-প্রাণ অপেক্ষা ইহাদের আত্মা হীন হইলেও ইহাদের আত্মা আছে। দৃষ্টান্তস্থলে, লজ্জাবতী একটু স্পর্শ করিলেই সঙ্কুচিত হয়। এই লতার শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রাণী জগতের কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে।

অন্যান্য উদ্ভিদেরও অনুভূতি আছে, যদিও কোন উদ্ভিদের মধ্যে অধিক এবং কোন কোন উদ্ভিদের মধ্যে অল্প মাত্রায় থাকে। প্রাণীদের সহিত মিশে এরূপ আরো উদ্ভিদ আছে। দৃষ্টান্তস্থলে, পঞ্জ প্রাণী খাইয়া বাঁচে। কেহ কেহ ইহাকে প্রাণীই বলেন—যদিও সত্য কথা এই যে, ইহা এক প্রকার উন্নত উদ্ভিদ, যাহা প্রাণীদের উপকূলে আসিলে উপনীত হইয়াছে।

যাহাহোক, এই সকল দৃশ্য হইতে জানা যায় যে, উদ্ভিদেরও অনুভূতি আছে। কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে **প্রভেদ আছে। উদ্ভিদের অনুভূতি আছে সত্য, কিন্তু কোন প্রকার দুঃখ হইতে আত্মরক্ষার শক্তি নাই।** লজ্জাবতী স্পর্শ মাত্র সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু পলায়ন পূর্ব্বক আত্ম-রক্ষা করিতে পারে না।

সেইরূপ এক প্রকার মানুষ আছে। তাহাদের কতকটা **আধ্যাত্মিক অনুভূতি** থাকে সত্য, কিন্তু তাহারা কোন আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারে না। কারণ, তাহাদের অনুভূতি অতি সামান্য। কোরান শরীফে এমন ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন :—

وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا - وتراهم ينظرون اليك ولا يبصرون -

—অর্থাৎ, "এই সকল বিরুদ্ধবাদীরা এমন যে, তাহাদিগকে তুমি হেদায়েতের দিকে আহ্বান কর, কিন্তু তাহারা শোনে না। তোমাকে তাহারা দেখিতেছে বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাহারা কিছুই দেখে না।" (৭ : ১৯৭) سمع শব্দের মৌলিক অর্থ 'শ্রবণ'। কিন্তু শোনার উদ্দেশ্য ত 'মানা'। এজন্য لا يسمعوا অর্থ 'তাহারা মানিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে মানিবার শক্তি নাই'। ইহারাই সেই সকল ব্যক্তি, যাহাদের **অনুভূতি** ত আছে, কিন্তু **আত্ম-রক্ষার** শক্তি নাই। তাহাদের চক্ষু থাকে, কিন্তু তদ্বারা তাহারা কোন উপকার লাভ করে না।

আধ্যাত্মিকতার তৃতীয় স্তর

ইহার উর্দ্ধে আরো স্তর আছে। তাহা **পশু-স্তর**। ইহাতে মানুষ পশুর ন্যায় থাকে; অর্থাৎ, উদ্ভিদ অপেক্ষা অধিক চেতনা তাহাতে থাকে। এ অবস্থায় তাহাকে কোন শব্দ শোনাইলে—সে শোনে। কিন্তু সে অর্থ বুঝিতে পারে না। যদি তাহাকে কষ্ট দিতে চাও, সে **পলায়ন** করিবে। কিন্তু **আত্মরক্ষার উপকরণ**—যাহার ফলে চিরতরে এবম্প্রকার আশঙ্কা হইতে রক্ষা লাভ হয়—সরবরাহ করিতে পারিবে না।

মানুষ কোন বিষয় অনিষ্টকর বলিয়া বোধ করিলে সে তাহা হইতে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করিবার উপায় চিন্তা করে। পশুতে **আবিষ্কার ও উন্নতি** করিবার ক্ষমতা নাই।

এই প্রকার মানব সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লাকে বলেন,—

لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذن لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون -

—তাহাদের অন্তর আছে, কিন্তু তাহারা তদ্বারা কোন ফল লাভ করে না। তাহাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তাহারা তাহা ব্যবহার করে না। তাহাদের কান আছে, কিন্তু তদ্বারা তাহারা কোন উপকার লাভ করে না। এ সকলই তাহাদের ত আছে। কিন্তু **মানব-বুদ্ধি** তাহাদের নাই - তাহাদের আছে পশু-বুদ্ধি। তাহারা ভয়ে পলায়ন করে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যৎ আত্ম-রক্ষার জন্য কোন উপায় করিতে পারে না। অর্থাৎ, কোন ভয় বা আশঙ্কার স্থলে ত তাহারা খোদাতা'লার হুজুরে অবনত হয় এবং সেই দুঃখ হইতে রক্ষা লাভ করে, কিন্তু সর্ব্বদার জন্য আপনাকে নিরাপদ করিতে পারে না—বরং যখনই তাহাদের কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন খোদাতা'লার প্রতি মনোনিবেশ করে। (৭ : ১৮০)

চতুর্থ স্তর

ইহাপেক্ষা অধিক চেতনা জন্মিবার পর মানুষ অন্য স্তরে পদার্পণ করে। ইহা **মধ্যবর্ত্তী** স্তর। কারণ, ইহার উর্দ্ধে তিনটি স্তর ও নিম্নে তিনটি স্তর আছে। এই স্তরে মানুষের মধ্যে এক সীমা পর্য্যন্ত চেতনা জন্মে। সে সকল কাজই বুঝিয়া শুনিয়া হুসিয়ার হইয়া করে। কিন্তু কখন কখন **শয়তান**ও তাহার উপর প্রাধান্য লাভ করে—অর্থাৎ কখনো অন্যায় তাহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিয়া যায় এবং কখনো 'নেকী' (পুণ্য) তাহাকে আকর্ষণ করে। অবশ্য, তাহার বিরুদ্ধে অন্যায়ের আক্রমণ অত্যল্পই কার্য্যকরী হয়। কারণ, তাহার মধ্যে অন্যায়কে অন্যায় মনে করিবার শক্তি জন্মে। মানুষের এইরূপ অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা বলেন :—

ان الذين اتقوا اذ مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون -

—কোন কোন সময় শয়তান এইরূপ লোকদিগকে তাহার দিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা লাভ করেন। মানবীয় এই স্তরে ভ্রম লাগিয়াই থাকে। অন্য কথায় ইহাকে **নাফ্‌সে-লাওয়াম্মা**ও বলা যায়। এইরূপ মানব সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা বলেন যে, শয়তান কখনো তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে—তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আগমন করেন এবং ইহাই 'মোত্তাকীদের' কাজ। (৭ : ২০)

পঞ্চম স্তর

তারপর, মানুষ আরো উন্নতি করে এবং উন্নতি করিতে করিতে **'মালাক'** (ফেরেস্তা) হইয়া পড়ে। তখন সে এমন সাবধান হয় যে, শয়তান কখনো তাহার উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। তাহার ঐশী-জ্ঞান-তত্ত্ব, তাহার 'মারফতে-এলাহী', তাহার ঐশী-পরিচয় এমন উন্নতি লাভ করে যে, খোদাতা'লার সকল আদেশাবলী সে প্রতিপালন করে। 'মালায়েক' বা ফেরেস্তাগণ যেমন يفعلون ما تؤمرون —"যাহাই আদেশ করা হয় তাহাই করেন," সেইরূপ এইরূপ মানবও খোদাতা'লার সকল আদেশই প্রতিপালন করে এবং 'গাফলত' বা উদাসীনতাময় নিদ্রা তাহাদের কখনো আসে না। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা বলেন :—

افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى - انما يتذكر اولوا الالباب - الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق - والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب - والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلوة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار - جنت عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون

عليهم من كل باب - سلم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار -

"হে রসুল, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা সত্য। যে ব্যক্তি একথা জানে—ভাল, সে কিরূপে এরূপ এক জন অন্ধের ন্যায় হইতে পারে, যে ইহাকে সত্য বলিয়া জানে না। আমাদের বাক্য দ্বারা পূর্ণ-ফল ত তাঁহারাই লাভ করে, যাঁহারা **'ওলুল-আল্‌বাব'** অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধিতে যাঁহারা পরিপূর্ণ। তাঁহারা আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ করেন, ভঙ্গ করেন না। খোদা-তা'হা তাঁহাদিগকে যে আদেশ প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করেন। তাঁহারা স্বীয় রাব্ব্‌কে ভয় করেন এবং হিসাব গ্রহণ দিবসের অনিষ্টের ভয় তাঁহাদের থাকে। তাঁহারা স্বীয় রাব্বের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করেন এবং নামাজ কায়েম রাখেন। তাঁহাদিগকে যাহা দেওয়া হয়, তাহা হইতে খরচ করেন—গোপনভাবে ও প্রকাশ্যভাবে। তাঁহারা অন্যায় ন্যায়ের দ্বারা—পাপ পুণ্যের দ্বারা স্খলন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা 'নেকী' প্রসার করেন। ইঁহারাই তাঁহারা—যাঁহাদিগকে বেহেস্ত উত্তম প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং তাঁহারা বেহেস্তে চিরকাল বাস করিবেন। তারপর, তাঁহাদের এমন বড় স্থান যে, শুধু তাঁহারাই উচ্চ-স্থান লাভ করিবেন না, বরং তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন—যাহারা কিছু নাত্র 'নেকী' করিবে—তাঁহাদের দরুণ তাহারাও উচ্চ-স্থান লাভ করিবে এবং যেখানে তাঁহারা থাকিবেন, সেখানেই তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনকেও পৌছান হইবে। ইহা কেন হইবে? এজন্য যে, তাঁহারা লোকদিগকে 'নেক্' করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, খোদা-তা'লার বান্দাগণকে হেদায়েতের পথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে, খোদা তাঁহাদের প্রতি শুধু এই ব্যবহারই করিবেন না সে, তাঁহাদিগকে উচ্চ-স্থান প্রদান করিবেন, বরং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনকেও তাঁহাদের দরুণ উচ্চ-স্থান প্রদান করিবেন।" (১৩ : ১৯)

আ-হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন, "বেহেস্তের যে স্থানে আমি থাকিব, সেখানে আলী ও ফাতেমা থাকিবে।"

এখানে খোদা-তা'লা বলেন, "এই সকল ব্যক্তিগণ যেমন পৃথিবীতে আমার বান্দাগণের খবরগিরী করিত, আমি তাহার ফলে তাহাদের আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধান করিব।"

খোদা-তা'লা পরে কেমন সুন্দর কথা বলিয়াছেন। একই জাতীয়গণের পরস্পর সৌহৃদ্য ও প্রেম ভালবাসা থাকে। খোদা-তা'লা বলেন, "এই সকল লোক জান্নাতে পৌছিলে ফেরেস্তাগণ দৌড়াইয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইবেন।" ইঁহাদের মধ্যে ফেরেস্তার গুণ থাকিবে বলিয়া তাঁহাদের জন্য ফেরেস্তাগণের ভালবাসা থাকা অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য ফেরেস্তাগণ এইরূপ মানবগণের নিকট দৌড়াইয়া আসিবে এবং বলিবেন, "আপনাদের সর্ব্ব-মঙ্গল হউক। কারণ, আপনারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছেন।" এখানে খোদা-তা'লা পরিষ্কার বলিতেছেন যে, ইঁহারা **ফেরেস্তা স্থানীয় মানব**। ফেরেস্তাগণের পদ কত ভাল।

ষষ্ঠ স্তর

তারপর, মানব তাহা হইতেও উন্নতি করে। তাহার মধ্যে চেতনা আরো বর্দ্ধিত হইলে সে আরো উন্নতি করিতে থাকে। তারপর, সে শুধু অন্যায় ('বদী') হইতে আত্ম-রক্ষাই করে না, বরং সে এই বুঝিতে আরম্ভ করে যে, সে ত কিছুই নয়। সুতরাং, সে আল্লাহ্‌র হস্তে আপনাকে ন্যস্ত করে। এইরূপ অবস্থা সম্বন্ধে সুফিগণ বলেন যে, মানব মধ্যে ঐশী-গুণাবলী—'সিফাতে-এলাহীয়া'—আসিতে আরম্ভ করে। এ সম্বন্ধে কোরান শরীফ বলে,

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون -

(হাঁ, যে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হইয়া সৎকার্য্য করে, তাহার জন্য তাহার রাব্বের নিকট পুরস্কার রহিয়াছে। তাহার কোন ভয় নাই, সে কখনো অনুশোচনা করিবে না।" (২ : ১০৬)

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এই পদ লাভ করেন। তিনি খোদাতা'লার নবী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা বলেন,

اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمين -

"যখন খোদাতা'লা বলিলেন, 'আত্ম-সমর্পণ কর', হজরত ইব্রাহীম বলিলেন আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতেছি।" (২ : ১২৫)

সুতরাং, মানুষের এক ত সেই স্থান ছিল যে, সে মালায়েকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্তরে থাকিয়া সে মনে করিত যে, সেও কিছু করিতে পারে—তাহাকে হুকুম দেওয়া হউক, সে প্রতিপালন করিবে। কিন্তু **বর্ত্তমান অবস্থা** এমন যে, মানুষ বলে—সে কিছুই নয়;—যেভাবে খোদার ইচ্ছা, সেভাবেই তাহাকে চালিত করুন।

এখন তাহাকে খোদা চালিত করিবেন বলিয়া সে যে কাজ করিবে, তাহা খোদার কাজ হইবে। কারণ, যাহার হস্তে

কলম থাকে, তাহার নামে চলে। বান্দা যখন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে খোদাতা'লার হস্তে সমর্পন করে, তখন তাহার সকল কাজ খোদাতা'লারই কাজ হয়।

কোন কোন **নির্ব্বোধ** ইহা বুঝিতে পারে না। যখন তাহারা সেই সকল কাজে বাধা দেয়, তখন এমনভাবেই ধ্বংস হয় যে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়ে।

এইরূপ স্তরে যে সকল মানব পৌঁছে, 'মলোয়েকার' (ফেরেস্তার) মধ্যবর্ত্তীতার আবশ্যকতা তাহাদের থাকে না। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে একটি ঘটনা লিখিত আছে। হজরত জেব্রীল তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন, "আপনার কোন প্রয়োজন থাকিলে—আমাকে বলুন।" তিনি বলিলেন, "আমার কোন প্রয়োজন হইলে—খোদাতা'লাকে বলিব। আপনাকে বলিবার প্রয়োজন কি?" হজরত জেব্রীল বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি খোদাতা'লার নিকট দোয়া করুন।" তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্-তা'লা কি আমাকে দেখেন না যে, আমি দোয়া করিব। তিনি আমার সকল বিষয়ই জানেন এবং দেখেন। আমি কেন বলিব যে, আমার অমুক প্রয়োজন, আপনি তাহা পূর্ণ করুন?"

বস্তুতঃ, মানুষ উন্নতি করিতে করিতে **"মালাকুতি-সিফাত"** বা ফেরেস্তার গুণাবলী অপেক্ষাও উর্দ্ধে গমন করে। সে **ঐশী-গুণাবলী** আপনার মধ্যে উৎপন্ন করে এবং আপনাকে খোদা-তা'লার হাতে একটি অস্ত্র স্বরূপ সমর্পন করে। খোদা চালনা করিলে সে চলে হয়; খোদা নাড়িলে সে নড়ে।

এমন ব্যক্তির সহিত বিরোধ খোদাতা'লার সহিত বিরোধ। এ ব্যক্তি তাহার প্রত্যেক কাজই আল্লাহ্-তা'লার 'রেজা'—তাঁহার সন্তুষ্টির উপর ন্যস্ত করে।

এই মোকাম সম্বন্ধে রসুল করীম (সাং) বলেন যে, যে ব্যক্তি উন্নতি করিতে করিতে খোদাতা'লার 'মোকার্‌রেব্' হয়—খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করে—খোদা তাহার চক্ষু, তাহার কান, তাহার হাত, তাহার পা হইয়া পড়েন। যে তাহার শত্রুতা করে, খোদা তাহার শত্রুতা করেন। যে তাহার মিত্র হয়, খোদা তাহার মিত্র হন।

এই মর্য্যাদা হিসাবেই আল্লাহ্-তা'লা হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) বলিয়াছেন, "যে তোমার প্রতি লক্ষ্য করে না, সে আমার (আল্লাহ্‌র) প্রতিও লক্ষ্য করে না। কারণ তুমি আমার গুণাবলীর 'মজহার'—আমার গুণাবলী প্রকাশক। এ জন্য তোমাকে অস্বীকার করা আমাকে অস্বীকার করা। এই সেই মর্য্যাদা, যাহাতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে খোদাতা'লার করতলগত হয়। ইহাপেক্ষা উন্নত আর একটি মাত্র মর্য্যাদা আছে।

সপ্তম স্তর

সেই স্তর সম্বন্ধে খোদা-তা'লা বলেন, ثم انشانه خلقا اخر তারপর, আর জিজ্ঞাসা কি কর? সে অবস্থা ত বর্ণনাতীত। তখন বান্দা অন্য সৃষ্টিতে পর্য্যবেশিত হয়। আবার তাহাকে তাহার শক্তি সমূহ প্রত্যার্পণ করা হয়। (২৩ঃ১৪)

পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় খোদাতা'লা কথা কহাইলে সে বলিত। এখন তাহাকে এমন স্থান দেওয়া হয়, এবং সে এমন পবিত্রতা লাভ করে যে—সে যাহা বলে, খোদাতা'লাও সেইভাবে আদেশ করেন। ইহা 'মহবুবিয়ত'—ঐশী-প্রেমাস্পদ হওয়া জনক পদ। এরূপ ব্যক্তিগণের অনেক কথা—যাহা তাঁহারা জ্ঞান বিবেচনা পূর্ব্বক বলেন—খোদাতা'লা তাহা পূর্ণ করেন। ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করে আয়েত—

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم -

"হে রসুল, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দেও যে, তুমি খোদার প্রিয়। যদি কেহ খোদার প্রিয় হইতে চায়, তবে তোমাকে প্রেম করিবে।" (৩ঃ২৯)

এই অবস্থা এমন নয় যে, হইতে মানুষ শুধু আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রকাশক হয়—বরং আধ্যাত্মিকতা এমন উন্নতি করে যে, খোদা ব্যতীত অন্য কাহারো সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ থাকে না এবং যে পর্য্যন্ত মানব তন্মধ্যগত হইয়া খোদা-তা'লা পর্য্যন্ত পৌঁছিবার জন্য যত্নবান না হয়, সে পৌঁছিতে পারে না।

চেতনার চরম উৎকর্ষতা

বস্তুতঃ, চেতনা ও অনুভূতির উন্নতির এই সমস্ত মার্গ বা স্তর, যাহা খোদাতা'লা কোরান শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন। যতই মানুষ তাহাতে বাড়িতে থাকিবে, ততই সে উন্নত হইবে।

আঁ-হজরত (সাঃ) এমন স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছেন, تنام عينى ولا ينام قلبى "আমার চক্ষু নিদ্রা গেলেও আমার অন্তর নিদ্রা যায় না।" কোন কোন সময় তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। কিন্তু উঠিয়া ওজু ব্যাতিরেকেই নামাজ পড়িতেন। কারণ, তিনি এমন 'জেলায়-কাল্‌ব'—এমন অন্তর্জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, শয়নেও তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইত না।

দৃষ্টান্ত-স্থলে, এক বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তাঁহার নাসিকার শব্দ হইতেছিল! তথাপি তিনি উপরোক্ত উত্তরই প্রদান করেন। তিনি বলিলেন, "আমার চক্ষু নিদ্রা যায়, আমার অন্তর নিদ্রা যায় না।"

রসুল করীম (সাঃ) এইরূপ কাশ্‌ফের অবস্থায় অভিভূত থাকিতেন যে, তিনি তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়ান নামাজীদের অবস্থা অনুভব করিতেন। সত্য হাদিস সমূহে ইহার প্রমাণ আছে।

বস্তুতঃ, এই স্তরে গাফলত বা উদাসীনতা কদাচ আসে না। এই মার্গ সম্বন্ধে খোদা-তা'লা বলিয়াছেন,

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى

"যে আমার বান্দা হইয়া পড়ে, সে যে সকল কথা বলে তাহা আমারই কথা বটে। আমার কথা ভিন্ন সে অন্য কিছুই বলে না।" ইহা মানবতার চরম উৎকর্ষতার স্তর। (৫৩ : ৩-৪)

উপদেশ

অতএব, আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি—যদি তোমরা উন্নতি করিতে চাও, তবে তোমাদের মধ্যে 'এহ্‌সাস্' চেতনা ও অনুভূতি উৎপন্ন করিতে যত্নবান হও। অনুভূতি না থাকা বশতঃ গোনাহ্ উৎপন্ন হয়। দেখ, গণিকারাও সাদকা দেয়, খয়রাত করে। তাহারা কোন ফল পায় কি? কখনো পায় না। কারণ, তাহারা খোদা-তা'লাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দেয় না। তাহারা মনে করে, তদ্বারা 'আজাব' অপসারিত হইবে। তজ্জন্য তাহারা তাহা করে। যদি তাহাদের সাদকা খোদা-তা'লাকে রেজা—তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে হইত—যদি খোদাকে ভয় করিয়া তাহা করিত—তবে তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে কেন?

রসুল করীম (সাঃ) হজরত আবু-বকর (রাঃ) সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি নামাজের দরুণ বড় হন নাই—বরং তাঁহার অন্তরে যাহা আছে, তাহার দরুণ তিনি বড়। গয়ের-আহ্‌মদীরাও নামাজ পড়ে। কিন্তু তাহারা সাহাবা কোন, কোন মোমেনের স্থানও মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে কি? তাহারা ত কোন মোমেনের জুতার ফিতা খুলিবারও উপযুক্ত নয়। তাহাদের অধিকাংশই 'বদকার' ও অপবিত্র। ইহার কারণ কি? তাহারা 'নেক' হইতে পারে না কেন?

ইহার কারণ শুধু এই যে, তাহাদের মধ্যে 'এহ্‌সাস্'—সে অনুভূতি, সে চেতনা নাই।

তোমরা তোমাদের মধ্যে চেতনা—'এহসাস' উৎপন্ন কর। তোমাদের কোন কাজ অভ্যাস বা রীত্যানুপালন বশতঃ যেন না হয়। তোমরা সব কাজই খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে করিবে। ইহার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক—তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যেন তোমাদের পক্ষে সহজ হয়। কিন্তু পূর্ব্বে, আমি বলিতেছি যে, কোন কোন ব্যক্তি একটি ভ্রমে পতিত হয়।

একটি ভ্রমের অপনোদন

সেই ভ্রমটি এই যে, তাহারা এক দিকে বয়েতের জন্য হাতের উপর হাত রাখে এবং অন্য দিকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাহারা কেন খোদা-তা'লাকে দেখিতে পায় না। যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এক জন এম-এ ডিগ্রি কত বৎসর পর লাভ করে—তবে অবশ্য তাহারা বলিবে যে, ১৬ বৎসর পর। তবে আমরা বলি, দুনিয়ার বিদ্যা শিক্ষার জন্য যখন ১৬ বৎসর আবশ্যক—তদবস্থায় খোদাতা'লা সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য এক দিন মাত্র ব্যয় করিয়াই কিরূপে এরূপ প্রশ্ন কর? স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া প্রথম দিনেই কেহ এম-এ. হইতে চাহিলে সে কখনো এম-এ হইতে পারে না।

এইরূপ ব্যক্তিরা কিয়দ্দিন নামাজ পড়িয়া জিজ্ঞাসা করে যে, খোদা-তা'লা কেন তাহাদের সাহায্য করেন না, কেন তাহাদের শত্রুরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয় না?

কতই আশ্চর্য্যের কথা এত শীঘ্র **আধ্যাত্মিকতায় সিদ্ধি** ('কামাল') লাভ করিবার আকাঙ্খা করা হয়। ক্ষেত্র তৈয়ার হওয়ার জন্য অনেক মাস ব্যাপী অপেক্ষা করা হয়। এম-এ ডিগ্রি লাভের জন্য ১৬ বর্ষ ব্যাপী যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়। সন্তান ৯ মাস পর ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর, এমন কোন বস্তু আছে যে—তাহা পরিশ্রম, যত্ন ও সময় ব্যতীত লব্ধ হয়?

প্রত্যেক বড় জিনিষ লাভের জন্য কিছু না কিছু দুঃখ কষ্ট করিতেই হয়।

তোমরা স্মরণ রাখিবে, পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারে যেমন পরিশ্রম—ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে হয়, ধর্ম্ম বিষয়েও সেইরূপই বটে। যতই অধিক কেহ পরিশ্রম করে, ততই অধিক ফল সে লাভ করে।

কেহ বলিতে পারে. তবে **ইস্‌লাম ও অপর ধর্ম্মে** প্রভেদ কি? কারণ, কৃতকার্য্যতা লাভ ত হয় পরিশ্রম ও যত্নের ফলে। আমাদের মতে প্রভেদ এই, যদি কেহ বাটালার দিকে যে সড়ক যাইতেছে, তাহা ধরিয়া বাটালা যাওয়ার জন্য চলে—সে ২।৪ ক্রোশ যাইয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেও—পৌছিতে পারিবে।

কিন্তু যদি কেহ অন্য কোন অভিমুখে ধাবিত হয়, তবে সারা জীবন চলিলেও সে কদাপি বাটালা পৌছিতে পারিবে না।

সুতরাং, যদি তোমরা সোজা পথে চল—তাহা কি আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি—তোমরা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবে। নতুবা পৌছিতে পারিবে না। **নিয়ত**—ব্যতীত সঙ্কল্প কখনো তোমরা খোদা লাভ করিতে পারিবে না। যে 'নিয়ত' করিবে—সে পরিশেষে অবশ্যই পাইবে। আল্লাহ্‌-তা'লা কোরান শরীফে বলেন,

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ·

—"যাহারা আমার পথে আমার সম্বন্ধে তাহাদের নাফ্‌সের সহিত সতত জেহাদ ও লড়াই করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এমন ব্যক্তিদিগকে আমি আমার নিকট পৌছিবার রাস্তা সমূহে উপনীত করিব।" (২৯ : ৬৯)

এখানে একটি তত্ত্ব স্মরণ রাখার যোগ্য। এখানে খোদাতা'লা বলিয়াছেন, سبلنا অর্থাৎ তাঁহার পথ সমূহ। কিন্তু অন্যত্র বলিয়াছেন وان هذا صراطي مستقيما অর্থাৎ, "ইহাই একমাত্র পথ, যাহা আমার নিকট সোজা পৌছায়।" ইহাতে জানা যায় যে, অনেক ভ্রান্ত পথ আছে। কিন্তু سبلنا 'সুবুলুনা' —"আমার বহু পথ সমূহ"—দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, খোদাতা'লার নিকট পৌছিবারও অনেক পথ আছে।

এই উভয় আয়েতের সামঞ্জস্য এভাবে সাধিত হয় যে, **একের পর অপর পথ আসে।** এইরূপে, বহু পথ হয়। নতুবা পরস্পর বিরোধী কোন পথ নাই।

'মোজাহাদা'

একের পর অন্য পথ আছে বলিয়া এই সকল পথ অতিক্রম করিতে **কঠোর পরিশ্রমের** আবশ্যক। তবেই, তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পার। এই **জেহাদ** করিবারই প্রয়োজন তোমাদের। ইহার জন্য কোরান করীম যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে—তাহা আমি বলিয়া দিতেছি :—

(১) **নামাজ**—পাঁচ ওয়াক্ত খোদাতা'লার নাম যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাহার নিয়ত (উদ্দেশ্য) একটু ভাল হইলে খোদা তাহাকে কিসে হইতে কিসে না পরিণত করিবেন।

(২) **জাকাত**—যে ব্যক্তি বৎসরে এক বার তাহার অর্থ হইতে খোদার আদেশের অধীন কিছু অর্থ বহির্গত করে—তাহার মধ্যে এই অনুভূতি—এই 'এহ্‌সাস' থাকে যে, সে তাহার অর্থ খোদাতা'লার জন্য কোরবান করিতে পারে।

(৩) **রোজা**—ইহাতে আপনাকে কষ্টে নিপতিত করিয়া খোদাতা'লার সন্তুষ্টি, তাঁহার মরজী অগ্রগণ্য রাখিবার শিক্ষা পাওয়া যায়।

(৪) **হজ্‌**—ইহাতে এই অনুভূতি, এই 'এহসাস্‌' উৎপন্ন হয় যে খোদাতা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মীয়স্বজন, দেশ, অর্থ-সম্পদ চিরতরে ত্যাগ করিতে হইলেও মানুষ তাহা করিবে।

কোরান করীম

এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ্‌তা'লা আরো প্রতিকারের কথা বলিয়াছেন। কোরান মানবকে **আঁধার** হইতে বহির্গত করে। আলস্য ও অমনোযোগীতা—'গাফলত ও সুস্তি' অন্ধকারে অধিক থাকে। এই জন্যই দিবায় নিদ্রা কম আসে। কোরাণ শরীফ পাঠে এক প্রকার জাগরণ, এক প্রকার সাবধানতা উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহা পাঠে চিন্তা, ধ্যান আবশ্যক—যেন অনুবাদ করিতে মানুষ পদস্খলিত না হয়। কোরান শরীফের অনুবাদ করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য :—

(১) কোন আয়েতের এমন অর্থ করিবে না, যাহা অন্য আয়েতের অর্থের বিরোধী। 'মোতাশাবেহ্‌' আয়েত সমূহের অর্থ 'মোহাক্কাম' আয়েতের অধীনে করিতে হইবে।

(২) কোন আয়তের এমন অর্থ করিবে না, যাহা আঁ-হজরতের (সাঃ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থের বিরুদ্ধ হয়।

(৩) আরবী ভাষার বিরুদ্ধ অর্থও করিবে না।

(৪) 'সারাফ-নাহবের' বিরুদ্ধ অর্থও করিবে না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আল্লাহ্‌-তা'লার 'সারাফ-নাহবের' সম্বন্ধে পরওয়া কি? তিনি কাহারো গঠিত নিয়মাবলীর পাবন্দ নহেন। কিন্তু তাহারা বুঝেন না যে, আল্লাহ্‌-তা'লার অবশ্য পরওয়া করিবার কিছুই নাই, কিন্তু আমাদের মানুষের পক্ষে তাহার প্রয়োজন আছে। যদি আল্লাহ,-তা'লার কালাম আমাদের বোধগম্যের বহির্ভূত হয়, তবে তাহার কোনই আবশ্যকতা আমাদের থাকে না। قل الله ثم ذرهم অর্থ 'আল্লাহ্‌ স্বীকার করাইয়া ছাড়"—খেলাফত অস্বীকারকারীদের আমীর মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব 'সারাফ্‌-নহব' না জানার দরুণ করিয়াছেন। "আল্লাহ্‌" শব্দে "পেশ" স্থলে "জবর" মনে করিয়া তিনি এই অর্থ করিয়াছেন।

(৫) হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) খোদা-তা'লার তরফ হইতে "হাকাম্‌-আদাল্‌"—ন্যায়সহ মীমাংসক—রূপে আগমন করেন। তাঁহার কৃত অর্থের ও বিরুদ্ধ হইতে নাই।

(৬) যে সকল অর্থের তসদিক কোন আয়েত করে না—যাহা বুদ্ধি সমর্থন করে না, এমন কোন অর্থ করিতে নাই। অবশ্য, যদি স্পষ্ট আদেশ ("নাস্-ই-সরিহ্") নির্দ্দেশ করে, তবে তাহাতে বুদ্ধিকে স্থান দিবে না। অবশ্য, যে যুক্তি দেওয়া হয়, তাহা বুদ্ধি-সঙ্গত হওয়া চাই।

(৭) এমন কোন অর্থ করিবে না, যাহা খোদা-তা'লার বাক্য ও কার্য্যে অসামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করে।

'জেকেরে-এলাহী'

তারপর, আদেশ করিয়াছেন,

يا يها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا - هو الذى يصلى عليكم وملئكته ليخرجكم من الظلمات الى النور - وكان بالمؤمنين رحيما -

"হে মোমেনগণ, আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত স্মরণ কর। সকাল সন্ধ্যা তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর। তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁহার মালায়েক (ফেরেস্তাগণও) তোমাদের জন্য দোয়া করেন—যেন তোমদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন করা হয়। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বড়ই কৃপালু—রহীম।" (৩৩ : ৪১-২)

রসুল করীম (সাঃ) ইহার অধীনে অনেক দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন,

سبحان الله بحمده - سبحان الله العظيم - اللهم

اسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك رغبة

ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك

امنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى ارسلت -

এই দোয়া সম্বন্ধে সসুল করীম (সাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক মোমেন রাত্রে ইহা পাঠ পূর্ব্বক শয়ন করিবে এবং ইহার পর কোন কথা বলিবে না। **তোমাদের উন্নতির জন্য ইহা** পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

এখন আমি ইহার অর্থ বলিতেছি। মানুষ বলে—"এলাহী, আমি আমার সমস্তই তোমায় সপের্দ্দ করিতেছি। এখন আমি শয়ন করিতেছি। জানি না, জীবিতাবস্থায় জাগ্রত হইব কি না। এ নিমিত্ত আমার যাবতীয় বিষয় তোমায়ই সপোর্দ্দ করিতেছি। কারণ আমি জানি যে, তোমার নিকট হইতেই আমি পুরস্কার পাইব এবং অন্যথা করিলে সাজা পাইব। আমার জন্য অন্য কোন স্থান নাই, যেখানে পলায়ন পূর্ব্বক তোমার দণ্ড লইতে বাঁচিতে পারি। তোমার চাবুক খাইয়া তোমারই সম্মুখে অবনত হওয়া ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই। হে খোদা, সাক্ষী থাকিও—যে কেতাব তুমি অবতীর্ণ করিয়াছ—আমি তাহাতে এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি—ইমান আনিয়াছি।"

বস্তুতঃ, রসুল করীম (সাঃ) এ প্রকার বহু **জেকের** নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জমাত তৎ-প্রতি খুব অল্পই মনযোগ করে। তোমরা তৎ-প্রতি মনযোগী হও—'নিয়ত', 'এরাদা' ও দৃঢ় সঙ্কল্প সহ মনযোগী হও। যাবতীয় কার্য্য খোদা-তা'লাকে সম্মুখে রাখিয়া করিবে। আল্লাহ্-তা'লা আমাদের সমগ্র জমাতকে ইহার তৌফিক দিন—তাঁহারা নেক ও মোত্তাকী হউন—পৃথিবী হইতে উদাসীনতা, গাফলত দূরীভূত হউক এবং মানব সেই প্রিয়ের অবয়বের সাক্ষ্যাৎ প্রাপ্ত হউক—যাঁহাকে দেখিবার পর আর কাহারো নিকট যাওয়া যায় না।

খুদ্দামুল আহমদীয়া সঙ্ঘের কর্ত্তব্য

গীতি কবিতা

—মৌলবী মোহাম্মদ আউসাফ আলী, উকিল—

রাব্বানী আখ্‌লাক্ মোরা করিব ভূষণ
করিব স্বর্গরাজ্য করিব গঠন।
অত্যাচার অবিচার করিব বিদূরীত,
করিব এবিশ্ব মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ;
উড়াব সর্ব্বত্র মোরা শান্তির নিশান,
করিব এ জগতে মোরা শান্তি নিকেতন।
দুঃখীর দুঃখ মোরা করিব মোচন,
করিব রোগীর সেবা, সদা সর্ব্বক্ষণ ;
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় মোরা করিব প্রদান
করিব বিপদাপন্নের বিপদ ভঞ্জন।
অধর্ম্ম অসুরে মোরা করিব বিনাশ,
করিব ধর্ম্মের আলো করিব প্রকাশ,
গড়িব নূতন জমি, নূতন আকাশ
করিব ধর্ম্মের তরে আত্মবিসর্জ্জন।
নিজ হাতে মোরা সবে করিব সর্ব্বকাজ,
কোন কাজে মোরা কভু করিব না লাজ ;
রাস্তা ঘাট ঘর বাটী, রাখিব সব পরিপাটী,
করিব এবিশ্ব পুরে, নন্দন কানন।
এবিশ্বের মঙ্গলে প্রাণ, করিব সকলে দান,
গাইব সর্ব্বদা মোরা তৌহিদের গাণ।
করিব স্বর্গরাজ্য করিব গঠন। (আমীন)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজ্‌লিসে খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক রিপোর্ট

'মাহে শাহাদত', ১৩১৭ হিঃ শঃ—'মাহে ফতেহ্‌' ১৩১৮ হিঃ শঃ

—এপ্রিল ১৯৩৮ ইং হইতে ডিসেম্বর ১৯৩৯—

এক বৎসর নয় মাসের রিপোর্ট

——(০)——

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তায়ালার অপার অনুগ্রহে—আমরা অদ্য ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 'মজলিসে খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়ার' প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বিগত 'মাহে শাহাদত', ১৩১৭ হিঃ শঃ, হইতে 'মাহে ফতেহ্‌', ১৩১৮ হিঃ শঃ, পর্য্যন্ত—এক বৎসর নয় মাসের রিপোর্ট পেশ করিতে সক্ষম হইয়াছি। তজ্জন্য আল্লাহ্‌ তা'লাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। হজরত আমীরুল্‌-মোমেনীন খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ সানী (আইঃ) এই 'মজ্‌লিসে খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়া' গঠন করার নিমিত্ত **সর্ব্ব-প্রথম** বিগত ১৩১৭ হিঃ শঃ সালের ১লা 'মাহে শাহাদত' তারিখের জুমার খোৎবায় ঘোষনা করেন। এই খোৎবার ঘোষণা বাণী পাঠ করিয়া মৌলবী **সৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ** সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় এই সমিতির শাখা গঠন করার জন্য স্থানীয় আহ্‌মদী জমাত সমূহে আন্দোলন করেন। ফলে, ১৫ই 'মাহে শাহাদত' জুমার নমাজের পর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 'আহ্‌মদীয়া মস্‌জিদে' কাদিয়ানের সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার **মোবাল্লেগ** মৌলবী জিল্লুর রহমান সাহেবের **সভাপতিত্বে** এক বৈঠকের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে স্থানীয় জমাত সমূহের মধ্য হইতে মাত্র ৮ জন বন্ধু এই সমিতির **মেম্বর** হওয়ার জন্য নাম পেশ করেন। তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা—

১। মোহাম্মদ ইস্‌হাক লস্কর, সাং ঘাটুরা
২। মোহাম্মদ ইস্মাইল, সাং আহ্‌মদীপাড়া
৩। মুস্‌লেহুদ্দীন, সাং ভাদুঘর
৪। আলী আহ্‌মদ লস্কর, সাং ঘাটুরা
৫। আবু মোহাম্মদ ইস্‌হাক, সাং আহ্‌মদীপাড়া
৬। তারা মিঞা, সাং আহ্‌মদীপাড়া
৭। নূরুল্‌ ইস্‌লাম, সাং আহ্‌মদীপাড়া
৮। মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেব, মৌলবীপাড়া।

এই আট জন আহ্‌মদী ভ্রাতার সহযোগে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সর্ব্ব 'প্রথম মজ্‌লিসে খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়ার' শাখা সমিতি গঠিত হয়। এই মেম্বরদের সর্ব্ব সম্মতিক্রমে মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেবকে **প্রেসিডেন্ট** এবং এই খাকছারকে **সেক্রেটারী** মনোনীত করা হয়। ইহা বাঙ্গালা প্রদেশের 'মজ্‌লিসে খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়ার' সর্ব্ব-প্রথম শাখা-সমিতি। মরহুম মৌলানা **সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল্‌ ওয়াহেদ** সাহের (কুঃ) যেমন বঙ্গদেশে সর্ব্ব প্রথম আহ্‌মদীয়তের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন —তদ্রূপ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেব বঙ্গদেশে 'মজ্‌লিসে খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়ার' শাখা সমিতি সর্ব্ব-প্রথম স্থচনা করেন। বঙ্গদেশের **আহ্‌মদী ইতিহাসে** ইহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য আমরা আল্লাহ্‌-তা'লাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'লার অপার অনুগ্রহে—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 'মজ্‌লিসে খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়া' বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দমের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করে, এবং ১৩১৮ হিঃ শঃ সালের 'মাহে ছুলেহ' (জানুয়ারী, ১৯৩৯) পর্য্যন্ত **কৃতকার্য্যতার** সহিত কার্য্য চলিতে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থানীয় কোন বিশেষ **প্রতিবন্ধকের** দরুণ উক্ত মজ্‌লিসের কার্য্য ('মাহে তবলীগ' হইতে 'মাহে হিজরত' ফেব্রুয়ারী—মে, ১৯৩৯) পর্য্যন্ত চারি মাস বন্ধ থাকে। অতঃপর, ক্রমে এই প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইয়া যায়, এবং 'মাহে এহ্‌ছান' ১৩১৮ হিঃ শঃ (জুন, ১৯৩৯) হইতে 'মজ্‌লিসের' কার্য্য পুনঃ আরম্ভ হয়। 'মাহে: এখা' ১৩১৮ হিঃ শঃ, (অক্টোবর, ১৯৩৯) মাসে, কেন্দ্রীয় 'মজ্‌লিসে খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়ার' একটি নূতন স্কীম অনুযায়ী মজ্‌লিসকে ৪টি **হাল্‌কায়** বিভক্ত করা হয়, এবং প্রত্যেক 'হাল্‌কা' পরিচালনের জন্য এক এক জন "ছায়েক" নিযুক্ত করা হয়। তাঁহাদের নিযুক্তি কাদিয়ান কেন্দ্রীয় 'মজ্‌লিসে খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়া' কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত হইয়া নূতন-ভাবে

কার্য্য আরম্ভ হয়। এই ভাবে সমিতির কার্য্য 'মাহে ফতেহ্' ১৩১৮ হিঃ শঃ (ডিসেম্বর, ১৯৩৯) পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতে থাকে। এই সালের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত, যে সকল আহ্‌মদী বন্ধু **মজ্‌লিসের মেম্বর** স্বরূপ কার্য্য করিয়াছেন—তাঁহাদের নাম ও পদ নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা—

১। মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ, (সাং মৌলবীপাড়া), 'জয়ীম'
২। মোহাম্মদ ইস্‌হাক লস্কর, (সাং ঘাটুরা), সেক্রেটারী
৩। মুন্সী মীর আবদুস্ সত্তার, (সাং মৌড়াইল), ছায়েক
৪। মুন্সী আব্‌দুল্ কবির, (সাং নাটাই), ছায়েক
৫। মাষ্টার আব্‌দুল্ মালেক, (সাং আহ্‌মদীপাড়া), ছায়েক
৬। মোহাম্মদ এলাহি লস্কর, (সাং ঘাটুরা), ছায়েক
৭। মুজীব আলী, (সাং ঘাটুরা), রুকন্
৮। আলী আহ্‌মদ লস্কর, (সাং ঘাটুরা), রুকন্
৯। আব্‌দুল্ জব্বার, (সাং আহমদীপাড়া), রুকন্
১০। আব্‌দুল্ হাই, (সাং আহমদীপাড়া), রুকন্
১১। আবদুজ্জাহের, (সাং ঘাটুরা), রুকন্
১২। আব্‌দুল্ হেকিম মিঞা, (সাং আহ্‌মদীপাড়া), রুকন্
১৩। নূরুল্ ইস্‌লাম, (সাং আহমদীপাড়া), রুকন্
১৪। মোহাম্মদ সিদ্দীক আলী, (সাং তারুয়া), রুকন্
১৫। সুনা মিঞা, (সাং নাটাই), রুকন্।

উল্লিখিত মেম্বরগণের সহযোগে 'মাহে শাহাদত' ১৩১৭ হিঃ শঃ হইতে 'মাহে ফতেহ' ১৩১৮ হিঃ শঃ, (এপ্রিল, ১৯৩৮ —ডিসেম্বর, ১৯৩৯) পর্য্যন্ত এক বৎসর নয় মাস কালের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 'মজলিসে খোদ্দামোল্-আহ্‌মদীয়া' সমিতির উদ্দেশ্য সমূহ কার্য্যে পরিণত করার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করা হইয়াছে—তাহার একটি **সংক্ষিপ্ত তালিকা** নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা—

(১) সর্ব্ব প্রথমে 'মজ্‌লিসে খোদ্দামোল্-আহমদীয়ার' প্রয়োজনীয়তা, নিয়মাবলী ও কার্য্যের প্রোগ্রাম ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি **এস্তেহার** স্থানীয় জমাত সমূহে প্রচার করা হয়।

(২) ১১৪ জন **রোগীর** তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন হিন্দু।

(৩) ১৭ জন **বিধবার** তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে তিন জন গয়ের-আহ্‌মদী।

(৪) ১৮ জন **দরিদ্রকে** বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে তিন জন হিন্দু ও একজন গয়ের-আহ্‌মদী।

(৫) ২ জন **এতীম** শিশুর তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে।

(৬) নদীতে **নৌকা** ডুবিয়া যাওয়ায় কয়েক জন স্ত্রীলোককে জল হইতে উঠাইয়া প্রাণরক্ষা করা হইয়াছে।

(৭) ৫ জন গয়ের-আহ্‌মদীর **কবর** দেওয়ার কার্য্যে সাহায্য করা হইয়াছে।

(৮) এক জন হিন্দু **পথিকের** সাইকেল পথিমধ্যে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহা মেরামত করিয়া দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে।

(৯) ঘাটুরা গ্রামে এক ব্যক্তির পাটে **আগুন** লাগিয়া যাওয়ায় তাহা নির্ব্বাপিত করিতে সাহায্য করা হইয়াছে।

(১০) ঘাটুরা আঞ্জুমনের প্রেসিডেন্ট মৌলবী নেজাবতুল্লাহ্ সাহেবের এক কিত্তা **পাট জমি** বর্ষার জলে ডুবিয়া নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইলে—তাহা এক দিন খোদ্দামোল্-আহ্‌মদীয়ার মেম্বরগণ জলে ডুবু দিয়া ঐ পাট জমি ৬ ঘণ্টা কালের মধ্যে কাটিয়া পাট নষ্ট হওয়ার পথ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে।

(১১) এক **পথিক** পথি মধ্যে পায়ে আঘাত লাগিয়া জখম হইয়া পড়িয়া যাওয়ায় ঐ ব্যক্তির জখম **বেণ্ডেজ** করিয়া তাহাকে **বাড়ী** পৌঁছান হইয়াছে।

(১২) তিনটি **রাস্তা** মেরামত করা হইয়াছে।

(১৩) ৬ জন **পথিককে** জল-প্লাবিত স্থান নৌকাযোগে পার করিয়া দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে।

(১৪) বাস ও তক্তা দ্বারা ৪টি **পুল** নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

(১৫) ১০২ জন লোককে ঘুম হইতে জাগাইয়া **ফজরের নমাজ** পড়ায় সাহায্য করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬ জন গয়ের-আহ্‌মদী।

(১৬) ২৪ জন লোককে রীতিমত **নামাজ** পড়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ৫ জন গয়ের-আহ্‌মদী।

(১৭) তিনটি **রাস্তা** পরিষ্কার করিয়া লোকের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১৮) ঘাটুরা গ্রামে **মস্‌জিদ** মেরামত ও তাহার নিকটবর্ত্তী **গর্ত্ত** ভরাট করা হইয়াছে।

(১৯) একটি **পুষ্করিণী** পরিষ্কার করা হইয়াছে ও জনসাধারণের ব্যবহারের সুবিধার্থে একটী **ঘাট** বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২০) সরাইলের রাস্তায় **পথিকদিগকে** গ্রীষ্মকালে জল পান করাইয়া সেবা করা হইয়াছে।

(২১) স্থানীয় **জগত-বাজারের** নিকটবর্ত্তী একটি **পেশাবখানা** অপরিষ্কার হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছিল—তাহা পরিষ্কার করিয়া জনসাধারনের ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২২) সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার জনৈক **মোবাল্লেগের টেবিল মেরামত** করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২৩) একটি **গরুর চিকিৎসা** করা হইয়াছে।

(২৪) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া **আঞ্জোমনের** কতিপয় লোহার পাত বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য স্থানীয় আমীর সাহেবের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

(২৫) ৪টি **তব্‌লিগী জল্‌সা** করা হইয়াছে।

(২৬) ৬২১ জন লোকের নিকট **হজরত আহ্‌মদ** কাদিয়ানী—হজরত মসিহ্‌ মাউদ, শ্রীকৃষ্ণ ও মাহ্‌মদী আখের জমান স্বরূপ **আগমন বার্ত্তা** পৌছান হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৪ জন হিন্দু।

(২৭) **তব্‌লীগ দিবসে** আহ্‌মদীদের তবলীগের সুবিধার জন্য ১০০০ তবলিগী এস্তাহার "মোসলমান জাতির উন্নতি কোন পথে" নাম দিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

(২৮) 'খোদ্দামোল-আহ্‌মদীয়ার' **তব্‌লিগী চেষ্টার** ফলে ৬ জন গয়ের-আহ্‌মদী **বয়েত** করিয়া আহ্‌মদী সেলসেলার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

(২৯) **নবী দিবসের** সভায় বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হইয়াছে।

(৩০) **তাহ্‌রীক-জদীদ** সম্পর্কে ৪টি সভা করা হইয়াছে।

(৩১) স্থানীয় আহ্‌মদীয়া জমাতের মধ্যে **উর্দ্দু শিক্ষা** করার জন্য হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহের (আইঃ) **তাহ্‌রীক প্রচার** করা হইয়াছে।

(৩২) বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার একটি বিশেষ **পরামর্শ সভার** অধিবেশন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ৪০ জন লোকের **আহার তৈয়ার** করিয়া মেহমানদিগকে **আহার করান** হইয়াছে।

(৩৩) জমাতের সাধারণ ও অন্যান্য **চাঁদা নিয়মিত আদায়** করিবার জন্য 'খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়ার' মেম্বরগণ স্থানীয় আঞ্জোমন সমূহের মেম্বরগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

(৩৪) স্থানীয় কয়েক জন আহ্‌মদী বন্ধুকে **'আল্‌-ফজল'** ও **'ফারুক'** নামক সংবাদপত্র ক্রয় করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

(৩৫) ২৩টি **তব্‌লিগী বৈঠক** করা হইয়াছে।

(৩৬) কাজীপাড়া ও বেহাইর গ্রামদ্বয়ে দুইটি **জলমগ্ন** শিশুকে জল হইতে উঠাইয়া বাঁচান হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন হিন্দু।

(৩৭) একটি **গরু** গর্ত্তে পড়িয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল—তাহাকে উঠাইয়া বাঁচান হইয়াছে।

(৩৮) একটি **ঝগড়া** মীমাংসা করা হইয়াছে।

(৩৯) 'খোদ্দামোল্‌-আহ্‌মদীয়ার' মেম্বরগণ 'উর্দ্দুভাষার প্রাথমিক পুস্তক' 'ফতেহ্‌-ইস্‌লাম', 'তকরীরায়েন', 'বরাহিনে-আহ্‌মদীয়া' ৫ম খণ্ড, 'হাকিকতুল্‌-অহি', 'জরুরতে-ইমাম', ও 'কিস্তিয়ে-নুহ্‌' নামীয় **পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন** করিয়াছেন।

(৪০) মেম্বরগণের পরিচয়ের জন্য প্রত্যেক মেম্বরকে সমিতির নির্দ্দিষ্ট **'বেজ্‌'** দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল কার্য্য সমাপন করিবার জন্য 'মাহে শাহদত' ১৩১৭ হিঃ শঃ হইতে 'মাহে ফতেহ' ১৩১৮ হিঃ শঃ পর্য্যন্ত সমিতি যে সমস্ত **চাঁদা সংগ্রহ** করিয়াছে—তাহার **জমা খরচের বিবরণ** পর পৃষ্ঠায় **অডিট রিপোর্ট** সহ প্রদত্ত হইল, যথা—

জমা—

১। মাসিক চাঁদা	৬৫
২। স্থানীয় কাজের জন্য চাঁদা (অমেম্বর হইতে)	১১৷৵০
৩। 'আতিয়াহ্' (কাদিয়ানে প্রেরণের জন্য দান)	৵০
৩। তোহ্‌ফায় জুবিলীর চাঁদা	৩৷৵০
মোট জমা	২১৷৵৫
বাদ মোট খরচ	২১/৫
অবশিষ্ট তহবিল	।/০

(পাঁচ আনা মাত্র)

খরচ—

১। কাদিয়ানে মাসিক চাঁদার অংশ প্রেরণ	১৷৷০
২। কাদিয়ানে জুবিলী তোহফায় চাঁদা প্রেরণ	৩৷৵০
৩। কাদিয়ানে 'আতিয়াহ্' প্রেরণ	৵০
৪। রসিদ বহি, ও দপ্তরের খাতাপত্র বাবত খরচ	৩।৵০
৫। 'খোদ্দামোল্-আহ্‌মদীয়ার' প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও প্রতিজ্ঞাপত্রের খরচ—	৩৸৵০
৬। তবলিগী এস্তেহারের খরচ—	৫৲
৭। ষ্টেশনারী খরচ—	৸১৫
৮। ডাক খরচ—	২৸১০
মোট খরচ —	২১/৫

দোয়া

হে রাব্বিল্-আলামীন আল্লাহ্! আমরা তোমারই নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে, তোমার অপার অনুগ্রহে আমাদের এই নগণ্য ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল কর। তাহা ফলবতী কর। আমাদের যাবতীয় দোষ ত্রুটি ক্ষমা করিয়া হজরত আমীরুল্-মোমেনীন খলিফাতুল্-মসিহ্ সানীর (আইঃ) যাবতীয় আদেশ ও উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার তৌফিক প্রদান কর। রুহুল্-কুদ্‌স দ্বারা আমাদিগকে সাহায্য কর। আমাদের কাজে বরকত দেও এবং তৌফিক দেও—যেন আমরা নূতন আসমান, নূতন জমীন—যাহাতে তোমার তৌহীদের গৌরব ও রুহানী রাজ্য চির বিরাজমান থাকে—প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

হে রহ্‌মান রহীম আল্লাহ্, আমরা যেন কৌমী ও দ্বীনী স্বার্থের জন্য আমাদের ধন, মান ও প্রাণ কোরবানী করিতে পারি—তাহার শক্তি আমাদিগকে প্রদান কর! আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন!

তারিখ :—
২৪শে 'মাহে আমান' ১৩১৯ হিঃ শঃ,
(২৪শে মার্চ্চ, ১৯৪০)

খাকছার
মোহম্মদ ইস্‌হাক লস্কর
সেক্রেটারী, মজ্‌লিসে খোদ্দামোল্-আহ্‌মদীয়া,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

অডিট রিপোর্ট

I audited the accounts from the 15th. May, 1938, up to the 31st. December, 1939, maintained by Moulvi Syed Sayeed Ahmad Sahib, Zayeem of the Khuddamul-Ahmadiyya, Brahmanbaria, (Tippera), which was started by him under the blessed call of His Hazrat Amirul-Momeneen the Khalifatul-Masih, II, Qadian. The accounts ware efficiently preserved by him and I found them correct.

Sd. Muzaffarud-Din Chowdhry,
Missionary, Sadar Anjumani-Ahmadiyya, Qadian,
&
General Secretary, B. P. A. A.
18-2-40.

জগৎ আমাদের

কাদিয়ান—আল্‌হাম্‌দো-লিল্লাহ্‌, হজরত আমীরুল মোমেনীর খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ সানী আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা সর্ব্ব-কুশলে আছেন।

হজরত উম্মুল-মোমেনীনের (মাদ্দা-জিল্লাহুল-আলী) স্বাস্থ্য ভাল নয়। বন্ধুগণ তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিতে থাকিবেন।

১৩ মার্চ্চ লণ্ডন ক্যাক্‌স্টন হলে স্যার মাইকেল ওডায়ারের যে হত্যাকাণ্ড হয়, তদুপলক্ষে ১৫ই আমান (মার্চ্চ) মসজিদ আকসায় তীব্র নিন্দা ও গভীর সহানুভূতি সূচক সভার অধিবেশন হয়। আমাদের প্রাদেশিক আমীর সাহেবও তাহাতে বক্তৃতা করেন। পাঞ্জাব গবর্ণর ও ভাইসরয়ের নিকট তার প্রেরিত হয়।

২২ শে আমান (মার্চ্চ) হজরত আমীরুল্‌-মোমেনীন মসজিদে নূর জুমার খোৎবার পূর্ব্বে এক সার গর্ভ খোৎবা পাঠ করতঃ তদীয় দুই কন্যা—সাহেবজাদী সৈয়দা আমাতুরব্বু-রাশিদা বেগম সাহেবা ও সাহেবজাদী সৈয়দা আমাতুরল্‌-আজীজ বেগম সাহেবার বিবাহ ঘোষণা করেন। প্রথমোক্তা সাহেবজাদী হজরত খলিফা আওয়ালের তনয়া মরহুমা হজরত আমাতুল-হাই সাহেবার (রাজিআল্লাহু আন্‌হুম) গর্ভজাত কন্যা। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে ভাগলপুরের প্রফেসার জনাব মৌলবী আলী আহ্‌মদ সাহেবের পুত্র মিঞা আবদুর রহীম আহ্‌মদ সাহেবের সহিত। শেষোক্ত সাহেবজাদীর বিবাহ হজরত সাহেবজাদা মিরজা বশীর আহ্‌মদ সাহেবের পুত্র সাহেবজাদা মিরজা হামীদ আহমদ সাহেবের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই সাহেবজাদী সাহেবজাদা মিরজা নাসের আহ্‌মদ সাহেবের (মৌলবী ফাজেল, বি,এ, অক্‌সন) সহোদরা ভগ্নি। খোদা উভয় বিবাহ পূর্ণতম মঙ্গল ও আশীষ পূর্ণ করুন।

২২শে, ২৩শে ও ২৪শে আমান (মার্চ্চ) মজলিসে শুরার অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে স্যার চৌধুরী মোহম্মদ জাফরুল্লাহ্‌ খাঁন সাহেবও যোগদান করেন। তিনি সম্প্রতি বড় লাট বাহাদুরের কার্য্যকরি সভায় ৫ বৎসরের জন্য পুনঃ সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৪শে আমান (মার্চ্চ, ২৪) সৈয়দানা হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ সানী (আইঃ) দারুল্‌-আন্‌ওয়ার মহল্লার মস্‌জিদ উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক মগ্‌রেব ও এশার নামাজ সেখানে পড়ান।

দারুৎ-তবলীগ (ঢাকা)—আমরা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিয়াছি যে, আহমদী পত্রিকার সম্পাদক সাহেব, ইন্‌শাল্লাহ্‌, সস্ত্রীক ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ঢাকায় পৌঁছিবেন এবং সস্ত্রীক দারুৎ-তবলীগ বাড়ীতে বাস করিবেন। সস্ত্রীক দারুৎ-তবলীগে তাঁহাকে থাকিবার জন্য জনাব আমীর সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার আবশ্যকীয় ব্যবস্থা চলিতেছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—খোদাতা'লার ফজলে ২৪ শে আমান (মার্চ্চ) 'খোদ্দামোল-আহ্‌মদীয়া' সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন 'মস্‌জিদুল-মাহদীর' প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। কাদিয়ান হইতে ব্যারিষ্টার সাহেবজাদা মিরজা জাফর আহ্‌মদ সাহেবকে সভার প্রেসিডেন্টের কার্য্য সম্পাদনের জন্য নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু, তিনি অফিস হইতে অবসর হইতে না পারায় কলিকাতা হইতে আসিতে পারে নাই। জনাব নাজের দাওয়াতুদ্‌ তব্‌লীগ সাহেবের নির্দ্দেশক্রমে সদরের মোবাল্লেগ ও প্রাদেশিক আঞ্জোমনে জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফ্‌ফর উদ্দীন সাহেব উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভায় প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। সভার কার্য্য অতি সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কোন কোন হিন্দু ও গয়ের-আহ্‌মদী ভ্রাতা সভায় যোগদান করেন।

তাহ্‌রীক জদীদের ষষ্ঠ বৎসরের ওয়াদা

ঢাকা :—(১) খাঁন বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী সাহেব—২০৪৲ টাকা
(২) মোকররমা হৈয়দা হুস্‌নে আখ্‌তার বানু সাহেবা—২৪৲ টাকা
(৩) মোসাম্মত তায়েবা খাতুন সাহেবা— ১২৲ ,,
(৪) ,, আবেদা ,, ,, ১২৲ ,,
(৫) ,, মসউদা ,, ,, ৬৲ ,,
(৬) মোহাম্মদ সিদ্দীক খাঁন চৌধুরী ৬৲ ,,
(৭) ,, সাদেক ,, ৬৲ ,,
(৮) ,, আব্দুল্লাহ্‌ ,, ৬৲ ,,
(৯) ,, সালাহ্‌উদ্দিন ,, ৬৲ ,,
(১০) ,, আম্‌জাদ ,, ৬৲ ,,
(১১) মিঃ মোস্তাফা আলী ৯।০ আনা
(১২) ,, আবদুস্‌-সামী ৬৵০ ,,
তারুয়া :—মৌলবী শাম-সুল্‌ হুদা সাহেব ৫৵৬ পাই
মৌড়াইল :—,, মীর আব্দুস্‌-সাত্তার ,, ৫৲ টাকা
দেবগ্রাম :—মুন্সি গোলাম হুসেন খাঁ ,, ৫৲ ,,
আহ্‌মদীপাড়া :—মুন্সি আব্দুল গণি ,, ৫৷৵০ আনা
শালগাঁও :— ,, আব্দুল জব্বার ,, ৫।৵০ ,,
ঘাটুরা :—(১) মোহাম্মদ এলাহী বক্স ,, ৫৲ টাকা
(২) ,, মজিব আলী ,, ৫৲ ,,
(৩) ,, আব্দুজ জাহের ,, ৫৲ ,,
(৪) ,, ইস্‌হাক লস্কর ,, ৫৲ ,,
(৫) ,, আলী আহ্‌মদ লস্কর ,, ৫৲ ,,
রাজসাহী :—(১) মিঃ এ, এফ্‌, খাঁন চৌধুরী ৬৲ ,,
(২) ,, এ, এস্‌, ,, ,, ৭৷০ আনা
নাটোর :—(১) মৌলবী আবুল কাসেম খাঁন চৌধুরী ১৫৲ টাকা
(২) ,, আবুল আসেম ,, ,, ১২৲ ,,
শরুশুনা :—ডাঃ মোহাম্মদ ইউসুফ্‌ সাহেব ৫৲ টাকা
সিউড়ী :—মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব ১১৷০ আনা
বগুড়া :—খাঁন সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব ২৫৩৲ টাকা

মোট—৬৬৪।৵৬ পাই